এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
NARSINGHA
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ অভিষেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলা পিছোল হাইকোর্টে
দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত স্কুলে সাপের কামড় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ৩

কলকাতা ২০ অগস্ট ২০২৬ ২ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.08.2026, Vol. 20 Issue No. 70, 8 Pages, Price 3.00

বেআইনি শূন্যপদ প্রত্যাহার রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ-প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় বিতর্কিত ‘সুপার নিউমারিক’ (অতিরিক্ত) শূন্যপদ অবশেষে প্রত্যাহার করে নিল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দেওয়া পূর্ববর্তী নির্দেশকে পূর্ণ মান্যতা জানিয়ে বুধবার আদালতের শুনানিতে রাজ্যের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য সাফ জানায়, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়ম বহির্ভূত ও বেআইনিভাবে এই শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল, তাতেই সহমত পোষণ করে সমস্ত অতিরিক্ত পদ প্রত্যাহারের পথ বেছে নেওয়া হল।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের মে মাসে। ওই সময়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে উচ্চ-প্রাথমিকের শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অপেক্ষমাণ বা ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শূন্যপদ বা ‘সুপার নিউমেরারি পোস্ট’ তৈরির ঘোষণা করা হয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট ৬৮৬১টি শূন্যপদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০টি এবং শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০টি পদ নির্দিষ্ট করা হয়।

তবে অতিরিক্ত পদ তৈরির এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিয়েই প্রশ্ন তুলে মামলা গড়ায় উচ্চ আদালতে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন পদগুলির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। শুনানিতে কড়া পর্যবেক্ষণ রেখে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, ‘অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে নতুন করে শূন্যপদ ঘোষণা করে তা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই করতে হয়। রাজ্য যদি তার নির্বাহী ক্ষমতা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, তবে আদালত তা খতিয়ে দেখতেই পারে। কারও অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে রাজ্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না।’

একক বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পরবর্তীতে বিষয়টি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং পরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয়। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কলকাতা হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের ওপরই পুরো বিষয়টি নির্ভর করবে। বুধবার পুনরায় এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি উঠলে রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়, উক্ত পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি নিয়ম মেনে হয়নি। তাই সরকার সিঙ্গেল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ মেনে নিয়ে মামলা ও পদ উভয়ই প্রত্যাহার করছে।

এদিকে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত আদালতের বাইরে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, ‘অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি যে সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল, তা শুরু থেকেই আমাদের দাবি ছিল। অবশেষে নতুন রাজ্য সরকার আদালতে স্বীকার করে নিল যে এই পদগুলি নিয়ম মেনে তৈরি হয়নি।

তারাপীঠের পর কলকাতা, জতুগৃহ হোটেলে ফের বলি ৯

মারণ-শিখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠের হোটেলের অগ্নিকাণ্ডের বিভীষিকার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খোদ শহর কলকাতার একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। কলকাতার ব্যস্ততম ও ঘিঞ্জি এলাকা নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৯ জন আবাসিক। মঙ্গলবার গভীর রাতে ‘হোটেল শিখা ইন’-এ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়েই অধিকাংশ আবাসিক জ্ঞান হারান এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। নিহতদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও অন্তত একজন ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত করা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পাশাপাশি, পুলিশ ও দমকল সূত্রে এও জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ২টোর আগে মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই হোটেলের তিনতলায় আগুন লাগে। ঘটনার সময় হোটেলের অধিকাংশ আবাসিক-ই ছিলেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্থানীয়দের দাবি, বাইরে থেকে আগুনের শিখা তেমন স্পষ্ট না হলেও, মুহূর্তের মধ্যে ঘন কালো ধোঁয়া পুরো ভবন ও সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় ভরে যায় হোটেলের ঘরগুলি। এদিকে আগুন ছড়াতে থাকে আশপাশেও। আতঙ্কে আবাসিকেরা ছোটাছুটি শুরু করেন। হোটেল থেকে বের হওয়ার জন্য হুড়োহুড়িও শুরু হয়। এদিকে যে হোটেলে আগুন লাগে তার একটা ভবন পরেই দমকলের সদর দপ্তর। রাত ২টো ৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় দমকল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ মার্কেট থানার পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। উদ্ধারকাজে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় হোটেলের ঢোকা ও বেরোনোর অতি সংকীর্ণ পথ। অগ্নিকাণ্ডের পরপরই লিফট বন্ধ হয়ে যায় এবং সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ধোঁয়ায় দিশাহারা হয়ে অনেকে ভিতরেই আটকে পড়েন। এরপর ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ দমকল ও উদ্ধারকারী দল অন্তত ৬০ জন আবাসিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা ৯ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারনা, এসি-র শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড।

এদিকে পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, নিহতদের দেহে দগ্ধ হওয়ার বড় কোনও চিহ্ন মেলেনি। অতিরিক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়েই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন নিশ্চিত করেছে যে, নিহতদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক। তাঁদের মধ্যে ৪ জন কুষ্টিয়ার একই পরিবারের সদস্য এবং ১ জন ঢাকার আমিনবাজারের বাসিন্দা। বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পরিচয় শনাক্তকরণের কাজে সহায়তা করেন এবং মরদেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আহত ৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় উপ-হাইকমিশনের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টার জরুরি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইকমিশনের তরফ থেকে এই ঘটনায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে আরও জানানো হয়েছে, উপ-হাইকমিশনের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে পৌঁছে নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করা এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে তৎপর হন।

শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

■ **কলকাতার নিউমার্কেট এলাকায় হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় বুধবার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।**
নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বার্তায় তিনি লেখেন, ‘কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।’ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার কাজ করছে।

মির্জা গালিব স্ট্রিটের অভিশপ্ত হোটেলে উদ্ধারকাজ সেরে নেমে আসছেন এক দমকলকর্মী। ছবি: অদিতি সাহা

অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে গঠিত হল সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে ন’জনের মৃত্যু। পরপর দুই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বেসরকারি হোটেল এবং গেস্ট হাউসগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার অডিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে বুধবারের ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। লালবাজার এই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে। এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য বিগত সরকার ও সেই সরকারের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে দায়ী করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, ‘পূর্বতন সরকার কী করেছে? পূর্বতন মন্ত্রী যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তিনি কী করেছেন? তিনি তো মেয়রও ছিলেন। কি করে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হল? কি করে ফায়ার লাইসেন্স দেওয়া হল? কি করে এমন সব বিল্ডিং নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল?

অকুস্থলে পরিদর্শনে যান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।

শুভেন্দুর নিশানায় ‘পূর্বসূরির অবহেলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল। দুর্ঘটনার জন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ‘অব্যবস্থা’ এবং ‘অবহেলা’কে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, বছরের পর বছর অগ্নিসুরক্ষা বিধি উপেক্ষা করে ভবন নির্মাণ ও বাণিজ্যিক ব্যবহার চলেছে। তবে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, দোষ চাপিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। বরং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ কার্যপদ্ধতি বা এসওপি তৈরি করা জরুরি।

মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে আগুন লাগে। একই ভবনে একাধিক হোটেল থাকায় দ্রুত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। দমবন্ধ হয়ে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর বুধবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এবং পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। দু’জনেই অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়ম না মেনেই ওই ভবনে হোটেল চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে লেখেন, বছরের পর বছর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কলকাতা এবং রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধি উপেক্ষা করে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেগুলিকে হোটেল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের অবহেলার ফলেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আগের সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সমস্যাগুলি এড়িয়ে গিয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমান সরকার দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, অতীতের ‘ক্ষত’ সারানোর কাজই এখন তাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীর দাবি, ভবনের প্রতিটি তলায় চার থেকে পাঁচটি করে হোটেল ছিল। অধিকাংশ ঘরেই জানলা ছিল না। একটি মাত্র ঘরে জানলা থাকায় সেখান থেকে মই লাগিয়ে দু’জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, যথাযথ অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে আরও অনেকের প্রাণ বাঁচানো যেত। কী ভাবে ওই ভবন ট্রেড লাইসেন্স ও হোটেল চালানোর অনুমতি পেল, তা খতিয়ে দেখা হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলও সরাসরি তাঁর পূর্বসূরি ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করেন। তাঁর প্রশ্ন, কী ভাবে এমন একটি ভবনে হোটেল চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অনুমতি নিয়ে একাধিক যন্ত্র চালানোর অভিযোগও তোলেন তিনি।

অন্য দিকে, সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, কোনও ভবনের অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত ছাড়পত্র বা অডিট হয়েছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব দমকল দপ্তরের। একজন মেয়রের পক্ষে প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্স বা অগ্নি-নিরাপত্তার নথি খতিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পূর্বতন প্রশাসনের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

ফিরহাদের কথায়, ‘দোষ ঠেলাঠেলি করে মানুষের জীবন বাঁচানো যাবে না।’ তিনি মনে করিয়ে দেন, সরকার বদলের পর ইতিমধ্যেই তিন মাস কেটে গিয়েছে। বর্তমান সরকারেরও এই ধরনের ভবনগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার সুযোগ ছিল। প্রাক্তন মেয়রের মতে, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়র বা এসওপি প্রণয়ন করা জরুরি। পাশাপাশি প্রতি বছর থার্ড পার্টি দিয়ে অগ্নি-নিরাপত্তা অডিট বাধ্যতামূলক করারও পরামর্শ দেন তিনি। স্টিফেন কোর্ট, আমরি হাসপাতাল এবং দিল্লির সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে। তাই স্থায়ী সমাধানের জন্য কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

বিপাকে মহুয়া

■ **ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও ভারতীয় সেনাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের মামলায় আবার তীব্র আইনি সংকটে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। একাধিক গুরুতর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় সশরীরে হাজির না হওয়ায় কৃষ্ণনগর জেলা আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, বারংবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও তিনি বিচারপ্রক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।**

বন্যা-আইনশৃঙ্খলায় সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী, প্রচার অন্নপূর্ণার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় থেকে সরাসরি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নজরদারির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বন্যাকবলিত এলাকায় রাত থেকেই পৌঁছে যেতে হবে এবং সেখানেই থেকে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। দুর্গতদের পাশে থেকে প্রশাসনিক তৎপরতা নিশ্চিত করার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনা-র আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন, তাঁদের নিয়ে প্রত্যেক এলাকায় বিশেষ সম্মেলন বা কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, এর মাধ্যমে মানুষের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছতে হবে যে রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। এই বিষয়ে বিধায়কদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি।

আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পুজোর আগে কিছু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক থাকতে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্য দিকে, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তদন্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে সরকার।

সরকার বদলের পর ‘অ্যাকশন মোডে’ মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলের পরে প্রশাসনিক কাজকর্মে গতি আনার বার্তা আগেই দিয়েছিল নতুন রাজ্য সরকার। সেই আবহেই অষ্টম মন্ত্রিসভা বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। চা-বাগানের জমি থেকে শিল্প পার্ক, পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে আইনশৃঙ্খলা, সরকারি কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা থেকে খেলাধুলা;বিস্তৃত ক্ষেত্রে একগুচ্ছ প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সরকারের প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সেই সিদ্ধান্তগুলির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

চা-শিল্পের জন্যও রয়েছে একাধিক সিদ্ধান্ত। আলিপুরদুয়ারের সংকোশ চা-বাগানে নদীভাঙনে অব্যবহৃত হয়ে পড়া ১১৮.৪২ একর জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। একই ভাবে জলপাইগুড়ির চামুর্চি চা-বাগানের ০.৬৯ একর জমি সীমান্ত চেকপোস্ট এবং ওসিআর কমপ্লেক্স তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ‘টি ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালাইড বিজনেস পলিসি, ২০১৯’-এ সংশোধন এনে চা-বাগানের মোট জমির সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ, তবে সর্বাধিক ১৫০ একর পর্যন্ত, চা পর্যটন ও আনুষঙ্গিক ব্যবসায় ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।

শিল্প ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জমি লিজ দেওয়াকে ঘিরে। বিভিন্ন শিল্প পার্কে জমি বরাদ্দের প্রস্তাবের ফলে প্রায় ৬৮ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। একাধিক শিল্প সংস্থাকে মোট কয়েকশো একর জমি লিজ দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ, সরকার বদলের পরে শিল্প ও কর্মসংস্থানকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে মন্ত্রিসভা। পরিবেশের ক্ষেত্রেও বড় প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে। ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং, সাসটেনেবল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কার্বন ক্রেডিট প্রজেক্ট’-এর আনুমানিক ব্যয় ২,২৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রায় ১,৫৭৫ কোটি টাকা সহায়তা করবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে। উচ্চমূল্যের বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে দীর্ঘমেয়াদি, কম-কার্বন উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প।

বিদ্যুৎ পরিকাঠামোতেও রয়েছে একাধিক সিদ্ধান্ত। উত্তর দিনাজপুরে নতুন ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন তৈরির জন্য সরকারি জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। জারগ্রাম জেলায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪৪.৯১ একর সরকারি জমি ঢঙ্ক(ক্কঙ্গঙ্খজ্র-কে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। কলকাতার এনএসসিবিআই বিমানবন্দরের ভিআইপি রোডে সাবওয়ে বা আন্ডারপাস তৈরির জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে এনওসি দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।

নারী সুরক্ষা ও দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রেও সাংগঠনিক কাঠামো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

428253897 LIC পলিসিতে আমার নাম Saddam Mondal আছে। গত ২৮/০৭/২০২৬ তারিখ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Shabdul Mandal এবং Saddam Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি আমিনুল মল্লিক ১৫-০৭-২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Sahadin Mallick, Sadhan Mallick, Sahadin Mallick, Sadhin Mallik একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল নাম Aminul Mallick পিতা-Sahadin Mallick

CHANGE OF NAME

I, Guneet Singh Grewal, Son of Manjit Singh Grewal, residing at 6B, Clarke Street, Post Office Elgin Road, Polic Station Ballygunge, Kolkata - 700026 have changed my name from Guneet Grewal to **Guneet Singh Grewal** and henceforth I shall be known as **Guneet Singh Grewal** in all purpose as declared before the Notary Public of Howrah vide Affidavit No.70AA 067071 dated 19.11.2013. **Guneet Singh Grewal** and Guneet Grewal both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gurshaan Singh Grewal, Son of Guneet Singh Grewal, residing at 6A, Clarke Street, Post Office Elgin Road, Polic Station Ballygunge, Kolkata - 700026 have changed my name from Gurshaan Grewal to **Gurshaan Singh Grewal** and henceforth I shall be known as **Gurshaan Singh Grewal** in all purpose as declared before the Learned Judicial Magistrate, 1st Class ar Alipore vide Affidavit No.42AA 035929 dated 17.08.2026. **Gurshaan Singh Grewal** and Gurshaan Grewal both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19802 নং এফিডেভিড বলে আমি, Budha Saren S/o. Suru Saren, সাং দাদপুর, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 260, dated 18/09/2013) আমার/ পুত্রের পিতার সঠিক নাম Budha Saren-এর পরিবর্তে Buddha Soren লিপিবদ্ধ আছে এবং পুত্রের সঠিক নাম Surya Saren S/o. Budha Saren-এর পরিবর্তে Surya Soren S/o. Buddha Soren লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Budha Saren ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Surya Saren লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Budha Saren ও Buddha Soren এবং আমার পুত্র Surya Saren ও Surya Soren সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

AFFIDAVIT

I, **Nilabati Khamrui** W/O Late Banamali Khamrui resident of Vill. & P.O.- Korasia, P.S.-Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 65 in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Ghatal dated 18.08.2026 that my actual and correct name is Nilabati Khamrui which is recorded in my Aadhaar Card and Savings Pass Book being A/No. 12753211003670 issued by UCO Bank, Palaschabrighat Branch and Swasthya Sathi Card but in my Savings Pass Book being A/No. 12753211051039 and Ration Card, my name has been recorded as LILABATI KHAMRUI. Nilabati Khamrui and LILABATI KHAMRUI i.e. myself am the same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

That my client Bikash Chandra Ghosh lost/misplaced the original Deed vide Being No. 04035/1986 registered at ADSR Kalna, which was in his custody. GDE Lodged at Kalna PS Vide GDE No.105, Dated 09/04/2026 If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Adv. Pranayan Chandra, 8777407081.

ভ্রম সংশোধন

গত ইংরাজি ১৯.০৮.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ২ নং পাতায় **Smt. Rekha Bag.....Petitioner -VS- Sri Mohitosh Bag ..Respondent** বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে **Ref: Matrimonial Suit No: - 259/2026** এর পরিবর্তে **Ref: Matrimonial Suit No: - 259/2024** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

CHANGE OF NAME

I, Arafat Mondal, S/o. Md Hossain Mondal, R/o. Harit, Dadpur, Hooghly-712305, do hereby declare that in my Birth Certificate (Being Regn. No. 35/2012, dated 23.07.2012) where my Father's name has been recorded as Mahammed Hossain Mondal instead of his correct & actual name Md Hossain Mondal and also my Mother's name has been recorded as Shakila Begam instead of Sakila Begam, which I want to rectify in my Birth Certificate when & where necessary against this affidavit. That my father, Md Hossain Mondal & Mahammed Hossain Mondal and my mother Sakila Begam & Shakila Begam both are the same & one identical person vide an affidavit no. 19809, dated 18.08.2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 10/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17115 নং এফিডেভিড বলে আমি Probir Pakira ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krittick Pakira, Krittck Pakira ও Karttikchandra Pakira সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 14/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14193 নং এফিডেভিট বলে আমি Amardip Banerjee S/o. Dilip Kumar Banerjee ও Amardip Banergee S/o. Dilip Kumar Banergee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14384 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Md. Ashif S/o. Sekh Abdul Samad ও Md. Ashif S/o. A. Samad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14383 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Md. Ajaj S/o. Sk. Abdul Samad ও Md. Ajaj S/o. A. Samad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/08/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19908 নং এফিডেভিট বলে আমি, Asim Halder S/o. Late Adhir Halder, R/o. Rabindranagar Paschim Para, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে আমার সঠিক নাম Asim Halder S/o. Adhir Halder (Father) & Ranjita Halder (Mother)-এর পরিবর্তে Asim Haldar S/o. Adhir Haldar (Father) & Ranjita Haldar (Mother) লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Asim Halder S/o. Adhir Halder (Father) & Ranjita Halder (Mother) লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Asim Halder S/o. Adhir Halder (Father) & Ranjita Halder (Mother) ও Asim Haldar S/o. Adhir Haldar (Father) & Ranjita Haldar (Mother), সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14195 নং এফিডেভিট বলে আমি Debashish Sarkar S/o. Gopal Sarkar ও Debasis Sarkar S/o. G. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/08/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 283 নং এফিডেভিড বলে আমি Sunita Chowdhary W/o. Raj Kumar Chowdhary ও Sunita Chowdhary Mahato, Sunita Mahata Chowdhury W/o. R Kr Chowdhary, Raj Kr. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Halder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Haripada Halder ও H P Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 311 নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Majhi, Maji Bikash & Bikash Ch Maji এবং আমার আমার পিতা Santosh Majhi, Santosh & Lt. S Maji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 11/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13950 নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Chakraborty S/o. Tapan Chakraborty ও Manick Chakraborty S/o. T. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 295 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Nazim ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Mohsin ও Sk Md Mohasin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

AFFIDAVIT

I, **MEHTAB ALAM** S/O Aftab Alam and Basiran Bibi residing at House No. 84, New Chord Road, P.O.- Shyamnagar, Basudebpur (P), Dist.- North 24 Parganas, PIN-743127 do hereby declare vide affidavit serial no. 139 dated 10.08.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my mother's actual and correct name is BASIRAN BIBI W/O Aftab Alam, D/O Md Osman and it is mentioned in her Aadhaar and PAN Cards but due to inadvertence, my mother's name has been written as KHATUN BASIRAN W/O Aftab Alam, D/O Md Osman in her Voter Card being no. JGL3783032, it was her maiden name and after marriage, she has become BASIRAN BIBI.BASIRAN BIBI W/O Aftab Alam, D/O Md Osman and KHATUN BASIRAN W/O Aftab Alam, D/O Md Osman i.e. my mother is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

গীতা কনস্ট্রাকশন-এর পক্ষে সম্পাদক আমার মক্কেল শ্রী নিরজ কুমার জয়সওয়াল, সাং-১২৭/A নকারি মণ্ডল রোড, পো: - কাঁচরাপাড়া, থানা - বীজপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, গত ইংরাজী ১২/০২/২০২৫ তারিখে কলকাতা ARA-1 অফিসের রেজিস্ট্রি কৃত ১২২০ নং আমমোক্তার নামা দলিলে, ১)শ্রীমতী কাঞ্চন শর্মা, স্বামী - শ্রী সত্যনারায়ণ শর্মা, ২)শ্রীমতী কিরন বিশ্বাস,স্বামী - শ্রী প্রকাশ বিশ্বাস এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী রামতোর শর্মা পিতা- মৃত মানিক চাঁদ শর্মা ,সর্ব্ব সাং – ১৭৭ নং জি. টি. রোড, পো – শালকিয়া, থানা – মানিপঞ্চঘড়া, জেলা- হাওরা নিকট হইতে জেলা – নদীয়া, থানা- কল্যাণী অধীন ৮২ নং রঘুনাথপুর মৌজায় L.R. ১২১ নং দাগে L.R. ৮৪/২ নং খতিয়ানে হইতে ২২.৮৪ শতক জমি গত ইংরাজী ২২/০৭/২০২৬ তারিখে কল্যাণী রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৩৩৯ নং কোবলা দলিলে খরিদ করেন। উক্ত জমি তিনি এখন রেকর্ড করিবেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার চাকদহ B.L.& L.R.O তে যোগাযোগ করিবেন।

HRIDDHIMOY BOSE, ADVOCATE
BARRACKPORE COURTC , NO -F/1373/953/2023

হারানো বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মহকুমা-ব্যারাকপুর, থানা-টিটাগড়, পোস্ট- নোনা চন্দনপুকুর, পিন-৭০০১২২ অধীনে অবস্থিত হোল্ডিং নং-১৩(৮/এ), পশ্চিম ধাঙ্গর পাড়া (সিদ্ধান্ত পাড়া ৪র্থ লেন), ওয়ার্ড নং-০২ মৌজা-চন্দনপুকুর, জে.এল. নং-১০২, দাগ নং-১৩০৫, খতিয়ান নং-৫৮০ এবং দলিল নং-৩৫৮২/ ১৯৮৭/ বি.কে.পি. বিশিষ্ট জমির মূল দলিলটি হারিয়ে গেছে। গত ১৫.১২.২০২৫ তারিখে শ্রীরামপুর আদালত চত্বরের একটি জেরক্সের দোকানে ফটোকপি করানোর সময় দলিলটি হারিয়ে যায়। দলিলটি গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, পিতা-রামকৃষ্ণ সাহা নামে নথিভুক্ত। দলিলটি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ১২.০৮.২০২৬ তারিখে শ্রীরামপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে, যার জি.ডি.ই. নং-৮৭৬। উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনো অধিকার, স্বত্ব বা দাবি থাকে, তবে তাঁদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এরপর কোনো দাবি আর গ্রাহ্য করা হবে না।

Supratik Poddar
Advocate, High Court Calcutta
8759441157

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন (১) হীরা মণ্ডল স্বামী মধুসূদন মন্ডল সাং কৌড়ি পোঃ- গুড়পাড়া থানা কেতুগ্রাম জেলা- পূর্ব বর্ধমান (২) মীরা ঘোষ স্বামী- অশোক ঘোষ সাকিম ও পোঃ শুনুটি থানা ভরতপুর জেলা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত রাউতরী মৌজার খতিয়ান নং ৪৩, মসোড্ডা মৌজার খতিয়ান নং ১১১ ভরতপুর থানার আটকুলা মৌজার খতিয়ান নং ১১৩ পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত হলদি মৌজার ৩১৬, ভুক্ত সম্পত্তি IV-3617/25 নং আমমোক্তারনামা দলিল Ketugram A.D.S.R Office -এ রেজিষ্ট্রী করিয়া বিশ্বরঞ্জন পাইন পিতা- গঁনপতি পাইনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তার বলে রাউতরী মৌজার ৪৩ খতিয়ানের ১১৭, ৬৭৩, ৬২ ও ৭১৮ দাগের এবং মসোড্ডা মৌজার ১১১ খতিয়ানের ২৭৩ দাগের সম্পত্তি তন্ময় পান পিতা উত্তম পান ও প্রনতি মিদ্যা পান স্বামী- তন্ময় পান ক্রয় করিয়াছেন, যাহার দলিল নং হইল ৩৪০৫/২০২৬ তারিখ ০১-০৭-২০২৬, Salar A.D. SR Office, Murshidabad, উল্লেখিত আমমোক্তার দলিলের মাধ্যমে রাউতরী ও মসোড্ডা মৌজার উক্ত খতিয়ানের সম্পত্তি তন্ময় পান ও প্রনতি মিদ্যা পান খরিদ করিয়া মালিক ও দখলিকার আছেন। তাই উক্ত সম্পত্তি গুলির রেকর্ডের জন্য সালার B. L & L.R.O. অফিসে অনলাইন আবেদন করিবেন । তাই উক্ত আমমোক্তার নামা বা রাউতরী ও মসোড্ডা মৌজার ১১৭, ৬৭৩, ৬২, ৭১৮ এবং ২৭৩ দাগ গুলির বিষয়ে কাহার ও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সালার B.L & L.R.O. অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করিবেন।

KH. KUDRAT KABIR,
Advocate,
Kandi Court E/N.-1287/1280/2000

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী হর প্রসাদ ঘোষ, ২)শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ এবং ৩)শ্রী জ্যোতি প্রকাশ ঘোষ**, সকলের পিতা তারাপদ ঘোষ, সকলের সাকিম অমরপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়গণ বিগত ইং ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00144/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং এবং **৪)শ্রী শরিৎ ঘোষ**, পিতা জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, সাকিম অমরপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ২৮/০৭/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00033/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রীমতী মিঠু দাস**, স্বামী সুব্রত দাস, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ২৬/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03650/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রসেনজিৎ চক্রবর্ত্তী**, পিতা প্রনব চক্রবর্ত্তী, সাকিম সুরিপাড়া কাঠগোলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা জগন্নাথবাটী, ৭৫ নং জে.এল. ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ৩৫৭, ৪৫০, ৪৫১ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৭২ নং দাগে, বাঁশ বাগান জমি ০২ শতক এবং ২)হাল এল.আর. ৩৫৮ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৬৬ নং দাগে, ডোবা জমি ০৩ শতক, একুনে দুইটি দাগে, চারটি খতিয়ান হইতে মোট ০৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **প্রসেনজিৎ চক্রবর্ত্তী**, পিতা প্রনব চক্রবর্ত্তী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রীমতী মিঠু দাস, আমমোক্তার**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, আমার মক্কেলরা নিম্নলিখিত ক্রয়ের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ মালিক **(১) ৯.০০ ডেসিমেল জমি** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৪৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৪৪-এর অধীনে রেকর্ডকৃত **এবং (২) ১০.৪১ ডেসিমেল** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৪৮৮ এবং ১৪৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৮৩-এর অধীনে রেকর্ডকৃত জমি, উভয়ই মৌজা মহম্মদপুর, জে.এল. নং - ৩২, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, রাজারহাট থানা-র এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত

১. ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের বিক্রয় কবলা, যা উত্তর ২৪ পরগণা-র ডিএসআর-২ অফিসে, বুক নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ১২৪৮৯ থেকে ১২৫০০-এ নিবন্ধিত, ২০০৮ সালের দলিল নং ১০৯০, যা মৌরজান বিবি (বিক্রেতা) এবং অঙ্কিত ডাগা (ক্রেতা)-এর মধ্যে সম্পাদিত; এবং

২. ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখের বিক্রয় কবলা, যা উত্তর ২৪ পরগণা-র ডিএসআর-২ অফিসে, বুক নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ১২৪৪২ থেকে ১২৪৫৪-এ নিবন্ধিত, ২০০৮ সালের দলিল নং ১০৮৭, যা আব্দুল মান্নাফ ঢালী এবং মৌরজান বিবি (বিক্রেতাগণ) এবং লক্ষ্মী নিবাস দাগা (ক্রেতা)-এর মধ্যে সম্পাদিত।

উপরোক্ত দলিলগুলির আসল কপি হারিয়ে গেছে এবং/অথবা স্থানান্তর হয়ে গেছে এবং গত ১৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিধাননগর উত্তর থানায় জিডি নং ৮২৬ মূলে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলগুলি খুঁজে পান বা তাঁর হস্তগত হয়, তবে তাঁকে অবিলম্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে এবং তা হস্তান্তর করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা উক্ত হারানো দলিলগুলির কোনো অননুমোদিত ব্যবহার, অপব্যবহার বা প্রতারণামূলক লেনদেনের জন্য আমার মক্কেলদের দায়ী করা যাবে না।

উক্ত আসল দলিলগুলির বিষয়ে বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, ভাগ, দখল বা কোনো আপত্তি থাকলে, এমন যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সমর্থনযোগ্য নথিপত্র সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে, এই ধরনের কোনো দাবি বা আপত্তি বাতিল, পরিত্যক্ত এবং চূড়ান্তভাবে মওকুফ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

প্রসূন সরকার, *অ্যাডভোকেট*
নীতি ল'
৩এ, গার্স্টিন প্লেস
কলকাতা-৭০০০০১

তারিখ : ২০ আগস্ট, ২০২৬ মোবাইল : ৭৪৩৯১৫৪২০৯ / ৭৯৮০৫৪৬১৮৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চা শ্রমিকদের কল্যাণে জোর, চা শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চা-বাগানের শ্রমিকদের বোনাস, আবাসন এবং শ্রমিক কল্যাণের নানা বিষয় নিয়ে বুধবার চা শিল্পের মালিক ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্য শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আগামী দিনে এই ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিষয়েও বুধবার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকে চা-বাগানের শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি চা শিল্পের নীতি, ভিবিজি রাম জি প্রকল্প,

চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে। চা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী দিনে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়েও পারস্পরিক মত বিনিময় করেন মন্ত্রী এবং শিল্প প্রতিনিধিরা।

পাশাপাশি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উপর এদিনের বৈঠকে জোর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকারের সহযোগিতার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বুধবারের বৈঠকের পরে চা শিল্পের প্রতিনিধিরা সরকারের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান। রাজ্য সরকার এবং শ্রম দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, চা শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। শ্রমিকদের মর্যাদা, কল্যাণ এবং তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেই বুধবার বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দেন দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং।

২৬ হাজারের চাকরি ও ওবিসি সংরক্ষণ জট অব্যাহত

মেয়াদ বৃদ্ধি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি-পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চরম জটিলতা অব্যাহত। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে চলতি অগস্ট মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও, নতুন ওবিসি সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করাকে কেন্দ্র করে হঠাৎই থমকে গিয়েছে গোটা প্রক্রিয়া। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে এবার যৌথভাবে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নাড়ল স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। নতুন নিয়োগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পঠনপাঠন সচল রাখতে চাকরিহারাদের কাজের মেয়াদ আরও ৮ থেকে ৯ মাস বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছে তারা।

অগস্টের শেষলগ্নে দাঁড়িয়েও জটিলতার মেঘ কাটেনি। আদালত নির্দেশিত ৩১ অগস্টের সময়সীমা পার হতে চললেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ২৬ হাজারের ভবিষ্যৎ এবং রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শূন্যপদ পূরণ নিয়ে প্রশাসনিক জট চরম রূপ নিয়েছে। অগস্টের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্য নথিপত্র যাচাই এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের নতুন ওবিসি সংরক্ষণ নীতি সঠিক উপায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কমিশন মাঝপথেই পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এসএসসি-র চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জটিলতা এড়াতে এবং যথাযথ সংরক্ষণ নীতি বজায় রাখতে আদালতের কাছে বাড়তি সময় চাওয়া হতে পারে। সেই মোতাবেক সময়সীমা ৮ থেকে ৯ মাস সম্প্রসারণের আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। যদি ৩১ অগস্টের পর চাকরিহারাদের কাজের মেয়াদ বাড়ানো না হয় এবং তার মধ্যে বিকল্প শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন না ঘটে, তবে রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এক বিপুল সংকটের মুখে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিতে, প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে যাঁরা ইতিমধ্যে সুপারিশপত্র পেয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগ নিয়েও চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর ও আইনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নতুন জাতিগত সংরক্ষণ নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করার চেষ্টা চালাচ্ছে কমিশন। এখন নজর শীর্ষ আদালতের পরবর্তী নির্দেশের দিকে কারণ, সুপ্রিম কোর্ট মেয়াদের আর্জি মঞ্জুর করে কি না, তার ওপরই নির্ভর করছে হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ও স্কুলের প্রশাসনিক স্থায়িত্ব।

বিএমডি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা বুধমল জি দুগড়-এর প্রথম পুণ্যতিথিতে রাজস্থানের লাডনুতে গিয়ে আচার্য শ্রী মহাশ্রমণের আশীর্বাদ নিলেন তাঁর তিন পুত্র সুরেন্দ্র দুগড়, তুলসি দুগড় ও কমল দুগড়-সহ তাঁর সমস্ত পরিবার।

সম্পতি কলকাতার শিশির মঞ্চে হৃদমাঝারের বাৎসরিক 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নাচ, গান ও কবিতার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য লাইভ অনুষ্ঠানটি মনোরমভাবে পরিবেশিত হল সংগীত ও নৃত্যের বন্ধনে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দ্যোমাতরম' ড. মহুয়া মুখার্জি, ইশাক্ষ নাথ দে, শুভেন্দু ঠাকুর, ও বৈশালী চক্রবর্তী ঘোষের পরিচালনায় উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বৈশালী চক্রবর্তী ঘোষে 'বৃষ্টি তোমার মত কজন' সংগীত অ্যালবামের শুভমুক্তি। উদ্বোধন করনে পণ্ডিত শুভদীপ মুখার্জি ও মৌসুমী ঘোষ, সঞ্চলনায় ছিলেন শিল্পী মিত্র ও রাজীব চন্দ্র।

মাদক রুখতে রাজ্যে অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স, চার জেলায় নতুন থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে মাদক পাচার ও মাদকচক্রের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। নতুন সরকারের অষ্টম মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্গাপুর, মালদহ, খড়গপুর এবং নদিয়ায় চারটি অ্যান্টি-নারকোটিক্স থানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

সরকারের মতে, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের প্রবণতা রুখতে এবং মাদকচক্রের বিরুদ্ধে আরও সমন্বিত ও কার্যকর অভিযান চালাতেই এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে। নতুন টাস্ক ফোর্স গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, তদন্ত এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করবে।

এই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে মোট ৫৯১টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের জন্য ৪৬১টি স্থায়ী পদ এবং পাঁচটি চুক্তিভিত্তিক সফটওয়্যার ডেভেলপারের পদ তৈরিরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

নতুন সরকারের বক্তব্য,

আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। মাদক পাচার ও মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে আরও কঠোর এবং সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে প্রশাসনের আশা।

পঞ্চায়েত বোর্ড তৈরিতে তৃণমূল -বিজেপির সঙ্গে জোট নয়, দলীয় সদস্যদের কড়া বার্তা দিল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একের পর এক বোর্ড ভাঙছে। এর মধ্যে কোথাও অনাস্থা এনে ক্ষমতা বদল হচ্ছে, কোথাও আবার নতুন জোট করে বোর্ড তৈরি করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দলের অবস্থান স্পষ্ট করল রাজ্য সিপিএম। তৃণমূল বা বিজেপির সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ দখল করা যাবে না। এমন হলে দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে দলীয় বৈঠকে।

বুধবার রাজ্য সিপিএমের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়। এই দলীয় সিদ্ধান্ত রাজ্যের সব জেলা নেতৃত্বকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কিংবা বিজেপির সঙ্গে জোট করে বোর্ড দখল করলে সংশ্লিষ্ট সিপিএম সদস্যকে দল থেকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে খবর। যদিও রাজ্যে কংগ্রেস, আইএসএফ কিংবা অন্য বামপন্থী দলের সঙ্গে স্থানীয় স্তরে সমঝোতা নিয়ে আপত্তি নেই রাজ্য সিপিএমের। সেই অবস্থান থেকেই মুর্শিদাবাদের ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির ঘটনাকে দেখা হচ্ছে। সেখানে তৃণমূলের পরিচালিত বোর্ডের সভাপতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও সিপিএম সদস্যরা একসঙ্গে অনাস্থা আনেন। ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ আসে তাঁদের হাতে। তাই এই ঘটনায় দল আপত্তি জানায়নি। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল যেভাবে ভোট করেছিল তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি। জোর করে জেতা প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সরকার বদলের পর কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে গিয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। আমাদের অবস্থান হল, আমরা এই ডামাডোলের মধ্যে ঢুকব না। রাজ্যে পালাবদলের পর পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় অনাস্থা আনা হচ্ছে। কোথাও তৃণমূলের হাত থেকে বিজেপি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। আবার কোথাও কংগ্রেস ও বামেদের সমঝোতায় ক্ষমতার বদল ঘটছে। কিছু ক্ষেত্রে বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানোর পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্তরে দলীয় সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে তাই আগেভাগেই সতর্ক করল রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব। তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে ক্ষমতা দখলের পথে দলের কোনও সদস্য গেলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস, আইএসএফ বা বাম দলগুলির সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণকে অবশ্য একই চোখে দেখছে না আলিমুদ্দিন।

জনগণনার কাজ ও ক্লাসের টানাপোড়েন, বিতর্কের মুখে পিছু হটে বিজ্ঞপ্তি বদল রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষকদের দিয়ে জনগণনা বা সেন্সাসের কাজ করানো নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক গড়ায় আদালত পর্যন্ত। স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের পর কেন শিক্ষকরা এই কাজ করবেন, এই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল শিক্ষক মহল। এরপর এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আইনি চাপের মুখে পড়ে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, শুনানির আগেই বিতর্কিত পুরোনো বিজ্ঞপ্তিটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য। সেখানে 'স্কুলের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর কাজের' বাধ্যবাধকতা আর রাখা হয়নি। বুধবার এই মামলার শুনানি শেষ হলেও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রায়দান স্থগিত রেখেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত রাজ্য সরকারের একটি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল, শিক্ষকদের জনগণনার কাজে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে স্কুলের পঠনপাঠনে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। অর্থাৎ, চারটেয় স্কুল ছুটি হওয়ার পর অথবা উইকএন্ডে গিয়ে শিক্ষকরা সেন্সাসের কাজ করবেন। এই নির্দেশিকা প্রকাশ পেতেই শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রশ্ন ওঠে, বিকেলের দিকে স্কুল ছুটির পর অন্য দূরবর্তী এলাকায় গিয়ে সেন্সাসের কাজ শেষ করে শিক্ষকরা রাতে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে তা নিয়েও। এ ব্যাপারেই শিক্ষক সংগঠনগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়।

এর আগের শুনানিতে হাইকোর্টও এই নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলেছিল। আদালত জানিয়েছিল, সেন্সাসের কাজ তো আর স্কুলের ঠিক পাশেই হবে না যে শিক্ষকরা ছুটি হতেই সেখানে হেঁটে চলে যাবেন। চারটেয় স্কুল ছুটির পর অন্য জায়গায় ডিউটি সেরে শিক্ষকরা কখন ফিরবেন? এর জবাবে রাজ্য জানিয়েছিল, সেন্সাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজ এবং অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষকরা এই কাজ করছেন, কোথাও সমস্যা হচ্ছে না।

বুধবার চূড়ান্ত শুনানির ঠিক আগেই রাজ্য তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে প্রথম অংশ ঠিক থাকলেও, বিকেল চারটের পর বা ছুটির দিনে কাজ করার শর্তটি পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। শুনানিকালে সরকারের আইনজীবী বিচারক কৃষ্ণা রাওকে জানান, পুরোনো বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং এখন আর নির্দিষ্ট সময়ের পর শিক্ষকদের কাজের কথা বলা হচ্ছে না। মামলা চলাকালীন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মুখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ দেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের মূল কাজ তো স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো। তাই হয় তাঁদের পুরোপুরি সেন্সাসের কাজে ব্যবহার করুন, না হয় ক্লাসে পড়াতে দিন। দুটো বিষয় একসাথে চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।' উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত মামলার রায় আপাতত স্থগিত রেখে সংরক্ষিত করেছে। সরকারের বিজ্ঞপ্তি বদলের পর চূড়ান্ত রায়ে আদালত কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শিক্ষা মহল।

সমাজমাধ্যমে পরিবহণ মন্ত্রীর নামে মিথ্যা অপপ্রচার, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমাজ মাধ্যমে পরিবহণ মন্ত্রীর নামে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। প্রসঙ্গত, গত ৬ জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং টিটাগড় টাটাগেটে দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের ভিডিও বলে একশ্রেণির মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও মন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন, ওটা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের ভিডিও নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার করা হচ্ছে। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ তুলে বুধবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। থানা থেকে বেরিয়ে ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং বলেন, গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে টিটাগড় টাটা গেটে দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। সেই ভিডিওটিকে সমাজ মাধ্যমে ১৫ অগস্টের ভিডিও বলে মন্ত্রীর নামে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যারা মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২০ অগস্ট ২০২৬, ২ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের মামলায় সুজিত বসুকে যুক্ত করা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একাধিক জনের মৃত্যুর পর ওই এলাকায় থাকা সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ, লজ এবং গেস্ট হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। তারাপীঠ এবং মির্জা গালিব স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। পাশাপাশি শহরের অগ্নি-সুরক্ষা সংক্রান্ত ইস্যুতে পূর্বতন সরকারের উদাসীনতাকেই তিনি দায়ী করেন। ঘিঞ্জি এলাকায় একটি ভবনের মধ্যে এতগুলো হোটেল চালানোর অনুমোদন মিলল কি করে, তা নিয়েই তিনি পূর্বতন সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন। প্রসঙ্গত, নতুন সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, বিগত সরকারের উদাসীনতায় তারাপীঠ এবং মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক বার, হোটেল, রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠলেও, পূর্বতন সরকার সেখানকার অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়নি। মন্ত্রী বলেন, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে না দেখেই দমকল মন্ত্রী থাকাকালীন সুজিত বসু একের পর এক বহুতল নির্মাণের অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন। যার ফলে আজ প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। মন্ত্রীর দাবি,

মির্জা গালিব স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের মামলায় সুজিত বসুকে যুক্ত করা উচিত। মন্ত্রীর সংযোজন, মির্জা গালিব স্ট্রিটে ব্যাঙের ছাতার মতো হোটেল, রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছে। সেখানে আস্তানা গেড়েছে বাংলাদেশি জেহাদিরা। বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বেআইনি হোটেল, রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেআইনি হোটেল বন্ধ করবে কি করে। ওইসব বেআইনি হোটেল কিংবা রেস্টুরেন্ট থেকে সুজিত বসু তো মাসোহারা নিতেন। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ এবং দলের মুখপাত্র আবিষ্কার ভট্টাচার্যকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, বিগত সরকারের আমলে আইনের শাসন ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলায় আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। শিল্পায়ন ইস্যুতে মন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে চারটে কারখানার জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তৃণমূল জমানায় জুট শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বন্ধ থাকা ৯৯ শতাংশ জুটমিলে ফের উৎপাদন শুরু হয়েছে। আগে টাকার বিনিময়ে কলেজে ভর্তি হতে হত। এখন অনলাইনে পড়ুয়ারা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন। সরকারি বাসে মহিলারা ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু হয়েছে। তবে যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বীমা যোজনার সুবিধা পাবেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, পুরসভা, পঞ্চায়েত, মহকুমা কিংবা জেলাশাসক দপ্তরে কিছু অসাধু শক্তি বসে আছেন। জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা যাতে না পান, তাঁরা আড়ালে থেকে সেই ব্যবস্থা করছেন। মন্ত্রীর কথায়, শত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে তিনি জানান, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। অথচ পূর্বতন সরকারের আমলে ঘেরার জন্য জমি দেওয়া হত না। মন্ত্রী জানান, পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে ইলেকট্রিক এবং সিএনজি মিলিয়ে ৬০০ টি নতুন বাস রাস্তায় নামবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও এক হাজার বাস নামানো হবে। আগামীদিনে দেশের মানচিত্রে বাংলার নাম জ্বলজ্বল করবে। তিনি আরও জানান, কলকাতা-পুনে, কলকাতা-দিল্লি, কলকাতা-তামিলনাড়ু, কলকাতা-পুরী বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। জট কাটিয়ে বাংলা-সিকিম বাস পরিষেবাও চালু হবে। তাছাড়া সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। মন্ত্রীর দাবি, পরিবহণ দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। কিন্তু তারা জিরো টলারেন্স দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে এগোতে চান। সড়ক পথের পাশাপাশি জলপথের ওপর জোর দিচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, সার্ভে শেষ হলেই, নদীপথে ওয়াটার ট্যাক্সি নামানো হবে। প্রসঙ্গত, টোটোর দৌরাত্ম্যে লাগাম টানতে চায় সরকার। এপ্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রীর বলেন, রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই টোটো চলছে। পুরসভা থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বাংলায় টোটো চলছে। যা পুরোপুরি বেআইনি। টোটোয় লাগাম টানতে ই-রিকশা নামানো হবে। তাছাড়া বিধানসভা ভিত্তিক একশোটা করে অটো কিংবা ম্যাজিক গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা চলছে।

সেনা ও বিএসএফের গোপন নথি পাচারের চক্রান্ত

এবার এসটিএফের জালে রিষড়ার সানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যজুড়ে ফের বিস্তৃত হচ্ছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মারাত্মক জাল। একের পর এক সন্দেহভাজন পাকচরের গ্রেপ্তারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। বিশেষ করে হাবড়া থেকে ধৃত পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে লাগাতার জেরা করে চরম বিস্ফোরক তথ্য হাতে পেয়েছেন স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের তদন্তকারীরা। রানাকে জেরা করেই উঠে আসে আরেক সাগরেদের নাম। সেই সূত্র ধরে বুধবার হুগলির রিষড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসটিএফের একটি দল গ্রেপ্তার করল জাফর শামস ওরফে সানিকে।

তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, ধৃত সানি ও রানা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে মিলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মতো গুরুতর চক্রান্ত চালাচ্ছিল। সেনা সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়াম থেকে শুরু করে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স একের পর এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও কৌশলগত এলাকায় নজরদারি চালানোই ছিল এদের প্রধান কাজ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রানা বিশেষ একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজের বরাত নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ড এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গতিবিধি, রসদ সরবরাহ এবং পরিকাঠামোগত গোপন তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর সঙ্গেই যুক্ত ছিল ভারতীয় রেলের কৌশলগত পরিকাঠামো সংক্রান্ত স্পর্শকাতর ডেটা জোগাড় করা।

তদন্তে আরও প্রকাশ, জাল বিস্তার করতে রানা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গজুড়ে একটি শক্তপোক্ত 'স্লিপার সেল' নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল। আর রিষড়ার এই সানি ছিল সেই স্লিপার সেলের অন্যতম মূল কাণ্ডারী। এর আগে দিনহাটা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া পাকচরদের সূত্র ধরেই প্রথম রানার নাম উঠে আসে। তদন্তকারীদের নজরে আসার বিষয়টি টের পেয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল রানা। তবে সীমান্ত পার হওয়ার আগেই হাবড়া থেকে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন গোয়েন্দারা।

ইতিমধ্যে সানিকে জেরা করে বেশ কিছু উদ্বেগের তথ্য পেয়েছেন আধিকারিকরা। বিশেষ করে কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় এদের আনাগোনা ছিল তীব্র চিন্তার বিষয়। কারণ, গত কয়েক মাসে এই গার্ডেনরিচ থেকেই একাধিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় নৌবাহিনীর জলসীমায় যুক্ত হয়েছে। সানি বা রানার মাধ্যমে এই সমস্ত যুদ্ধজাহাজ ও তার গোপন কারিগরি তথ্য সীমান্তে পাচার হয়েছে কি না, তা এখন স্ক্যানারের নিচে। পাশাপাশি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' যা শিলিগুড়ি করিডোর নামেই পরিচিত সেই সংক্রান্ত কোনও নথিপত্র বা মানচিত্র আইএসআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কি না, তা জানতে দুই ধৃতকে মুখোমুখি বসিয়ে দফায় দফায় জেরা চালাচ্ছেন এসটিএফের শীর্ষ কর্তারা।

ডিএ মামলায় গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের বকেয়া নিয়ে মালহোত্র কমিটির কাছে যাব: ভাস্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানিতে গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের বকেয়া নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরল যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। এই সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ বুধবার জানান, বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রের নেতৃত্বাধীন কমিটির সামনে এই কর্মীদের দাবির পক্ষে নথি ও তথ্য তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে ডিএ-র হিসাব নির্ধারণের সময় ওয়ার্ক-চার্জ এবং দৈনিক মজুরির কর্মীদের বিষয়ও কমিটির সামনে আনা হবে। ভাস্কর ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির বিস্তারিত শুনানি হয়েছে। সংগ্রামী মঞ্চের হয়ে সিনিয়র আইনজীবী বিকাশ সিংহ-সহ আরও আইনজীবীরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের বিষয়টি বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়।

এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বলেন, বিভিন্ন কর্মী সংগঠন, প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ইন্দু মালহোত্র কমিটির

সামনে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন। ডিএ-র পরিমাণ নির্ধারণের সময় সরকারি কর্মীদের যে হিসাব করা হবে, তার বাইরে থাকা কর্মীদের বিষয়ও তাঁরা তুলবেন। সেই তালিকায় ওয়ার্ক-চার্জ কর্মী এবং দৈনিক মজুরির কর্মীদের রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের নিয়ে সংগঠনের হাতে থাকা তথ্য ও প্রমাণও কমিটির সামনে পেশ করা হবে বলে জানান ভাস্কর। তাঁর দাবি, ডিএ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন নথি ও আর্থিক হিসাবের তথ্য রয়েছে। নির্বাচনের পর গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের নিয়ে সরকারের দেওয়া কমপ্লায়েন্স রিপোর্টের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সমান অধিকারের প্রশ্নটি আদালতে তোলার কথা জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ভাস্কর ঘোষ আরও বলেন, গ্র্যান্ট-ইন-এইড কর্মীদের বিষয়টি এ দিনের শুনানিতে তোলা তাঁদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যের। তাঁর বক্তব্য, কমিটি যে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করতে পারবে না, সেগুলি নিয়ে পরে আবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকবে।

এক্ষেত্রে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের দাবি, আট সপ্তাহ পরে মামলাটি নতুন বেঞ্চে ফের শুনানির জন্য উঠবে। তার আগে মালহোত্র কমিটির তরফে কোনও অগ্রগতি না হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবা হবে। যদিও এই ক্ষেত্রে ভাস্কর ঘোষ যথেষ্টই আশাবাদী, তার আগেই কমিটির কাছ থেকে বিষয়টি নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত বা দিকনির্দেশ নিশ্চই পাওয়া যাবে, তাই নিয়ে।

সুজিতের মামলা থেকে অব্যাহতি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পালাবদলের পরেই পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তৃণমূল নেতার জামিনের মামলা চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে। রায়দানের আগেই ওই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। সোমবারই জামিনের মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল।

কিন্তু কেন এভাবে রায়দান স্থগিত রাখার পরে মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। এদিকে সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সুজিত বসুর এক আইনজীবী বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে গিয়েছিলেন। সেই সময় চেম্বারে ছিলেন না বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচারপতির ব্যক্তিগত সচিবকে চেম্বারে থাকা ফাইল দিতে বলেছিলেন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রীর আইনজীবী। এরপর ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত হন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এরপরই এই ঘটনাকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দিয়েই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন বিচারপতি।

এই বিষয় সম্পর্কে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে জানান। ফলে মামলা এই মুহূর্তে প্রধান বিচারপতির কাছে রয়েছে। ফলে এখন প্রধান বিচারপতি এবার ঠিক করবেন, সুজিত বসুর জামিনের মামলা কোন বেঞ্চে হবে।

এই ঘটনা জানাজানি হতে হাইকোর্টেও গুঞ্জন, চর্চা শুরু হয়েছে। গত ১১ মে সুজিতকে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সঙ্গে এও জানা গেছে, ১৫০ চাকরি ঘুরপথে হয়েছিল।

ভোটের পরেও বাহিনী মোতায়েন, পুজোর আগে রাজ্যে ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচন শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগে। তার পরেও পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আরও ৫০ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী রাজ্যে পাঠানো হল। এই নিয়ে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০০ কোম্পানি হয়েছে। সেপ্টেম্বর পেরোলেই রাজ্যে শুরু হবে উৎসবের মরসুম। সেই সময় ভিড় সামলানো এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাজ্য প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এর আগে নির্বাচনের সময়ে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। এরপর নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ধাপে ধাপে সেই বাহিনীর বড় অংশ ফেরত চলে যায়। তবে ভোট-পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কিছু কোম্পানি রাজ্যে রাখা হয়েছিল।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এক সময় প্রায় ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এই রাজ্যে ছিল। পরে তার মধ্যে প্রায় ১০০ কোম্পানি ফেরত পাঠানো হয়। এবার নতুন করে ৫০ কোম্পানি আসায় রাজ্যে ফের বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ল।

নতুন করে আসা বাহিনীর মধ্যে বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং এসএসবি-র সদস্য রয়েছেন। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করেই তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। স্পর্শকাতর এলাকায় টহল, নজরদারি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত বাহিনী পাঠানো, এই কাজগুলির উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও ইতিমধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পুজোর সময় মণ্ডপ, বাজার, ধর্মীয় স্থান, রেল ও বাস স্টেশন-সহ বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় মানুষের ভিড় বাড়ে। সেই কারণে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি অতিরিক্ত বাহিনী রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হচ্ছে।

তবে ভোট মিটে যাওয়ার পরেও কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের বক্তব্য, 'এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। জননিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই লক্ষ্য।' প্রশাসনের একাংশের মতে, উৎসবের নিরাপত্তার পাশাপাশি ভোট-পরবর্তী কোনও এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হলে দ্রুত বাহিনী মোতায়েনের সুযোগও রাখা হচ্ছে। ফলে পুজোর নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা, দুই দিক মাথায় রেখেই নতুন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলা পিছোল হাইকোর্টে, আজ রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা সংক্রান্ত মামলায় ধাক্কা খেল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটির শুনানির দিন ধার্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে যায়। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সেদিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করবে উচ্চ আদালত।

চোখের চিকিৎসা করার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শর্তসাপেক্ষে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই সফর শুরুর আগেই আচমকা তাঁর একাধিক ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ বা লেনদেন স্থগিত করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গত সোমবারই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংসদের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। আদালতে সওয়াল করার সময় অভিষেকের আইনজীবী দাবি করেন, কী উদ্দেশ্যে কিংবা কোন আইনি আইনের বলে এই ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করা হল, সে বিষয়ে ব্যাঙ্কের তরফে আগাম বা পরবর্তীতে কোনও স্পষ্ট কারণ দর্শানো হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, নতুন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১০৭ নম্বর ধারার নিয়ম কানুন পুরোপুরি অমান্য করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, কোনও ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনকে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হয়। তবে এই মামলায় সেই প্রাথমিক নিয়মটুকুও মানা হয়নি বলে মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন।

শুনানিকালে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, বর্তমানে সাংসদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও মামলা বিচারাধীন রয়েছে কিনা। জবাবে অভিষেকের আইনজীবী আদালতকে আশ্বস্ত করে জানান, বিচারপ্রক্রিয়ার সমস্ত নির্দেশে তাঁর মক্কেল সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছেন। তবে সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। শুনানির পর বিচারপতি সব পক্ষকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বুধবার শুনানির দিন স্থির করেছিলেন, যা পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

উল্লেখ্য, চোখের চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদকের। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলায় আদালতের স্পষ্ট ছাড়পত্র ছাড়া দেশছাড়ার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। তাই বিদেশযাত্রার অনুমতির আর্জি জানিয়ে আগেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। গত ২৯ জুলাই আমেরিকায় যাওয়ার সূচি থাকলেও, ২০ জুলাই হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সেই আবেদনে তীব্র আপত্তি জানায়। কেন বিদেশে গিয়েই চোখের চিকিৎসা করাতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য পরিচালিত এসএসকেএম হাসপাতালেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসার পরামর্শ দেয় আদালত।

হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান তৃণমূল সাংসদ। এরপর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মামলাটি পুনরায় হাইকোর্টে ফেরত এলেও আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়। পরিশেষে ফের সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলে শীর্ষ আদালত কঠোর কিছু শর্ত সাপেক্ষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি দেয়।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত স্কুলে সাপের কামড় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার এক নামকরা স্কুলে শৌচাগারে গিয়ে সাপের ছোবল খেল তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে নিজেদের চিকিৎসালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বাড়ি ফেরার পর অভিভাবকরা পায়ে কামড়ের দাগ দেখতে পেয়ে ঘটনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এরপরই দ্রুত তাকে আনন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, সাপটি নির্বিষ ছিল এবং শিশুটি আপাতত বিপন্মুক্ত। বর্তমানে সে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

এদিকে ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে এও জানা গিয়েছে, সাপটি লম্বায় প্রায় দেড় ফুট এবং গায়ের রং সাদার ওপর হলুদ ছোপযুক্ত ছিল। চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করলেও আতঙ্কিত ছাত্রীর পরিবার। স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। শহরের এক অভিজাত স্কুলের শৌচাগারের ভেতরে কীভাবে সাপ এল, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। তবে এ

বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের ক্যাম্পাস বিরাট বড়। ভিতরে রয়েছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। একেবারে ঝা চকচকে ক্যাম্পাস। কিন্তু তারপরও সেখানে সাপ ঢুকল কীভাবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এদিকে এও মনে করা যাচ্ছে, এত বড় স্কুলের বাইরেই রয়েছে জলাশয়। সেখানে একাধিকবার সাপ দেখতে পেয়েছে পড়ুয়ারা, তেমনটাই জানিয়েছে তারা। কিন্তু তারপরও কেন স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

তৃণমূল সাংসদের নাম জড়িয়ে ভবানী ভবনে বিস্ফোরক অডিও জমা ঋতব্রতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিমের বদলে পিস্তল মন্তব্যের জের মিটতে না মিটতেই ফের উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এবার তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের নাম না করে মারাত্মক অভিযোগ তুললেন বিরোধী শিবিরের নেতা তথা 'নব তৃণমূল' মুখপাত্র ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বালি খাদান ও সিন্ডিকেট বখরার অডিও ক্লিপ হাতে বুধবার সোজা ভবানী ভবনে হাজির হন তিনি। রাজ্য পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে সেই বিতর্কিত অডিও সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ইডি, সিবিআই এবং লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন।

সম্প্রতি বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ দলীয় কর্মীদের ওপর ডিম আক্রমণের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের সুরক্ষায় 'পিস্তলের লাইসেন্স' নেওয়া হবে বলে তিনি সুর চড়ান। সেই মন্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানী ভবন যাত্রা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

এদিন ভবানী ভবনের বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বলেন, 'ভবানী ভবনে একটি অডিও ক্লিপ জমা দিয়েছি। এর সত্যতা যাচাই করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আমার নেই, তা একমাত্র ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই সিআইডি-র কাছে জমা দিয়েছি। পাশাপাশি লোকসভার স্পিকার, ইডি এবং সিবিআই-কেও এটি পাঠানো হবে।'

অভিযোগের তির কার দিকে, তা স্পষ্ট করতে গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, 'এই অডিওতে যার গলা শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবারে বর্ধমানে তাঁর সাংবাদিক বৈঠক দেখা গিয়েছে। তিনি নাকি আবার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য! কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান ৭টি টেস্টে মাত্র ১৩৫ রান, সর্বোচ্চ ২৪, আর গড় মাত্র ১১। একদিনের ক্রিকেটে করেছেন ২৬৯ রান, আর উইকেট পেয়েছেন মোটে ১০টি। 'ডিমের বদলে বন্দুক'-এর তত্ত্ব যিনি দিচ্ছেন, তাঁর জানা উচিত সাধারণ মানুষ সব বোঝেন।'

অডিও ক্লিপটির বিষয়বস্তু নিয়ে বলতে গিয়ে ঋতব্রত আরও যোগ করেন, 'এই অডিওটি ২০২৪ সালের পরবর্তী সময়ের। দুই বর্ধমানের বালি তোলা, তোলাবাজি, কাটমানি এবং কীভাবে সিন্ডিকেট অপারেট করা হবে তার বখরা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেখানে। প্রাক্তন এক মন্ত্রী ও এই সাংসদের খুব চেনা গলা এতে রয়েছে। চরম প্রভাবশালী কেউ এর পেছনে জড়িত আছেন কি না, তা আমাদের সিআইডিকেই খুঁজে বের করতে হবে। লোকসভার অধ্যক্ষ চাইলে অডিওর সত্যতা যাচাই করে ওঁকে ডেকে পাঠাতে পারেন।'

এদিকে সংবাদমাধ্যমের তরফে অডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে শাসক শিবিরের এই পাল্টাপাল্টি অভিযোগে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। নির্বাচনের তিনমাস পার হওয়ার পরেও রাজ্যে একাধিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন নিয়েও এদিন আক্ষেপ প্রকাশ করেন ঋতব্রত। গোটা বিষয়ে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নেওয়ার আর্জি জানিয়ে তাঁর সাফ কথা, দুই বর্ধমান তথা রাজ্যবাসীর জানা দরকার এই সিন্ডিকেট চক্রের পেছনে আসল সত্যটা ঠিক কী।

সম্পাদকীয়

ভরসার একশো দিন পেরিয়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার

৯ মে শপথ নেওয়ার পর একশো দিন অতিক্রম করল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকার। একদিকে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটা স্থিতিশীল সরকার ও তার উন্নয়ন, আর উল্টোদিকে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও অপশাসনের মুখে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের মানুষ স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিজেপিকে একটা সুযোগ দিয়েছে। এরই মধ্যে সরকার গঠনের পর সাফল্যের সঙ্গে একশো দিন অতিক্রম করেছে এই সরকার। বিজেপি সরকারের একশো দিনের কাজ নিয়ে একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করেছে নবান্ন। 'ভরসার ১০০ দিন' নামের এই পুস্তিকায় ৯ মে শপথ গ্রহণের দিন থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক-সহ একাধিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অনন্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার ৮টি মূল স্তম্ভ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুশাসন, স্বশক্তিকরণ, সেবা, সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধিকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিগত ১০০ দিনে এসরকার কী কাজ করেছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চায়েত, নারী ও শিশু কল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কত টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে এই পুস্তিকায়। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কিছু ক্ষেত্রে যা করেছে তাতে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে। প্রথমতঃ অন্নপূর্ণা যোজনা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো এই সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে। এরই মধ্যে রাজ্যের দেড় কোটির কাছাকাছি মহিলা এই ভাতা পেতে শুরু করেছেন। এর পরই আসছে, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা। এই প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বছরে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাবে একটি পরিবার। তবে যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না তাদের জন্যও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। ফলে কোনও মানুষই এই সরকারের আমলে স্বাস্থ্য বিমার বাইরে থাকবেন না, এটা অবশ্যই প্রথম একশোদিনে রাজ্য সরকারের বড় সাফল্য।

শব্দছক ২৪৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. চাঁদ ৩. সমুদ্র ৫. স্থিতিস্থাপক বস্তু ৬. যে মহিলা কথা বলতে পারে না ৮. নুন ১০. এটা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যায় ১২. সহমত নয় ১৪. গড়িমসি ১৬. মায়ের ভাই বা দাদা ১৭. মুখমন্ডল ১৯. বায়স ২১. দৃষ্টি ২২. নিষ্কৃতি ২৩. ঠান্ডা

ওপর-নিচ: ১. চঞ্চল ২. যা মৃত্যু ঘটায় ৩. ঘুমানোয় যে চেতনারাশির প্রকাশ ঘটে ৪. বহন করা ৭. নানা প্রকার ৯. পরিবর্তন ১১. কবিতা রচয়িতা ১২. মনীষী ১৩. চাষের কাজে পোঁতা ১৪. তাজা ১৫. মহিলা ১৭. আয়না ১৮. কৃত্রিম ২০ রম্ভা

সমাধান ২৪৬ — পাশাপাশি: ১. সুখ ২. তকমা ৫. মরদ ৬. কলা ৭. বক ৯. জমাখরচ ১১. রমরমা ১৩. দফারফা ১৬. দোকানদার ১৮. মালা ১৯. পাকা ২০. বাঘ ২১. ভ্রমর ২২. বালা

ওপর-নিচ: ১. সুখবর ২. তরজমা ৩. কদমা ৪. কালাচ ৬. কর ৮. কম ১০. খলিফা ১২. রন্ধন ১৩. দরবার ১৪. রমা ১৫. ফালাফালা ১৬. দোপাটি ১৭. কাকা

আজকের দিন

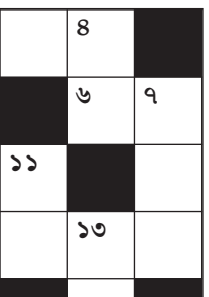

■ **১৮২৮** — রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল

■ **১৯৪৪** — রাজীব গান্ধী জন্মবার্ষিকীতে দেশব্যাপী সদ্ভাবনা দিবস (সম্প্রীতি দিবস) হিসেবে পালিত হয়।

■ **১৯৯৫**— উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে একটি ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে।

জন্মদিন

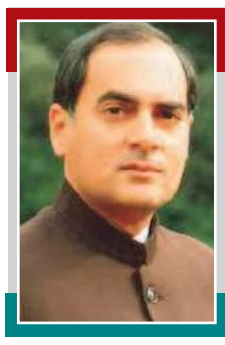

১৮৯৬ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মদিন।
১৯১৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবরাজ আর্সের জন্মদিন।
১৯৪৪ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিন।

রাজীব গান্ধি

Gen Z, শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত, আকাশছোঁয়া এক প্রজন্ম

সুনীল বনসল

(রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি)

কয়েক দিন আগে একটি বৈঠকে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে গেল। নানা উদ্বেগ সামনে এল। অভিযোগের পর অভিযোগও উঠতে লাগল। কেউ মোবাইলকে দোষ দিলেন, কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে, কেউ বদলে যাওয়া মূল্যবোধকে। এরই মধ্যে একজন মৃদু হেসে বললেন,

'আরে, এই Gen Z-র ছেলেমেয়েরা...'

কথাটা খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা হয়েছিল। হয়তো খানিকটা রসিকতার ছলেই। কিন্তু কথাগুলো কোথাও যেন মনে আটকে রইল।

'এই Gen Z-র ছেলেমেয়েরা...'

এই ছোট্ট বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 'এই' শব্দটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমাদের আর আমাদের সন্তানদের মাঝখানে এই 'এই' শব্দটি কবে এসে দাঁড়াল?

যাদের আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছি। যাদের প্রথম হাসিতে ঘর আনন্দে ভরে উঠেছিল। যাদের স্বপ্নের মধ্যে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখেছি। যাদের বারবার দেশের আশা, শক্তি ও সম্ভাবনা বলে মনে করেছি, তারা হঠাৎ করে আমাদের কাছে 'এই লোকগুলো' হয়ে গেল কীভাবে?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তরুণদের 'আমার তরুণ বন্ধু' বলে সম্বোধন করেন, তখন সেটি শুধু একটি শব্দবন্ধ নয়। এর মধ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তরুণদের সামনে বসিয়ে উপদেশ দেওয়ার নয়, বরং নিজের পাশে বসানোর দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের উপদেশ শোনার মানুষ হিসেবে নয়, সংলাপের অংশীদার হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি।

সম্ভবত Gen Z-কে নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা Gen Z নয়।

সমস্যা হলো, যে চশমা দিয়ে আমরা তাদের দেখছি।

প্রতিটি নতুন প্রজন্ম তার সময়কে প্রশ্ন করে, তারুণ্যের স্বভাবই হলো প্রশ্ন করা।

ভগত সিং যখন স্বাধীনতাকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও ছিলেন তাঁর সময়ের একজন তরুণ। সময় ছিল অন্যরকম। সংগ্রাম ছিল অন্যরকম। উপকরণ ছিল সীমিত। কিন্তু ভিতরের আগুন ছিল একই; নিজের সময়কে যেমন আছে তেমনভাবে মেনে না নেওয়ার আগুন।

প্রতিটি তরুণ প্রজন্ম তার নিজের সময়ের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসে।

সে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

সে জানতে চায়, 'এমনটাই কেন?'

আর কখনও সাহসের সঙ্গে বলে, 'এটা বদলানো দরকার।'

এই প্রশ্নগুলোই অনেক সময় প্রবীণ প্রজন্মকে অস্বস্তিতে ফেলে।

গতকাল আমাদের প্রশ্নগুলো আমাদের বড়দের অস্বস্তিতে ফেলত। আজ আমাদের সন্তানদের প্রশ্ন আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে। আগামী দিনে হয়তো এই সন্তানরাই তাদের পরবর্তী প্রজন্মের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করবে।

আমরা একে বলি Generation Gap;প্রজন্মের ব্যবধান।

কিন্তু প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতির নিয়ম।

মনের দূরত্ব আমাদের নিজেদের তৈরি।

মত আলাদা হতে পারে। ভাষা আলাদা হতে পারে। জীবনযাপনের গতি আলাদা হতে পারে। কিন্তু সংলাপ বজায় থাকলে প্রজন্মের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় না, বরং তৈরি হয় একটি সুন্দর সেতু।

অভিযোগ মোবাইলের বিরুদ্ধে, প্রশ্নটা আমাদের কাছেও নতুন প্রজন্মের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে সহজ অভিযোগ;

'সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ডুবে থাকে।'

অভিযোগটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এই প্রশ্নের একটি প্রান্ত আমাদের দিকেও ফিরে আসে।

আমাদের সন্তানরা কি আমাদের হাতে বই দেখতে পায়?

তারা কি দেখে, আমরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে নিশ্চিন্তে কথা বলছি?

খাবার টেবিলে কি আমাদের নিজেদের মোবাইল আমাদের থেকে দূরে থাকে?

আমরা কি কখনও তাদের গ্রামের মেঠো পথে নিয়ে গিয়েছি? মাঠের আল ধরে হাঁটিয়েছি? মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়েছি? ঠাকুমা-দিদিমার স্মৃতিতে লুকিয়ে থাকা পারিবারিক গল্প শুনিয়েছি? আমাদের মাতৃভাষার মাধুর্য তাদের অন্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি?

যদি কোনও শিশুর পৃথিবী স্ক্রিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের নিজেদেরও একটি প্রশ্ন করতে হবে;

■ স্ক্রিনের বাইরের পৃথিবীটাকে আমরা তার সামনে কতটা সুন্দর করে তুলে ধরেছি?

■ সংস্কার শুধু মুখে বলা যায় না। সংস্কার জীবনযাপনের মাধ্যমে শেখাতে হয়।

■ শিশুরা আমাদের কথার চেয়ে আমাদের আচরণ থেকেই বেশি শেখে।

■ সন্তানদের অভিযোগ করা সহজ। তাদের সামনে নিজেরাই উদাহরণ হয়ে দাঁড়ানো কঠিন।

পৃথিবী হাতের মুঠোয় এসেছে, দায়িত্বও কাঁধে বেড়েছে

এক সময় দূর দেশের কোনও ঘটনার খবর পরের দিন সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের দরজায় এসে পৌঁছত। অপেক্ষা ছিল জীবনেরই একটি অংশ।

আজ গোটা পৃথিবী এক হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

অ্যান্টার্কটিকার বরফের ওপর হাঁটতে থাকা কোনও একাকী পেঙ্গুইনও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সন্তানের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। কোনও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাও। কাশীর গঙ্গারতিও। বৃন্দাবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানও। চন্দ্রযানের উড্ডয়নও।

■ আমাদের প্রজন্মের কাছে পৃথিবী ছিল একটি মানচিত্র।

■ এই প্রজন্মের কাছে পৃথিবী একটি স্পর্শ।

তাই তাদের কৌতূহল বেশি। বিকল্প বেশি। সুযোগ বেশি। আবার বিভ্রান্তিও বেশি।

■ পৃথিবী যত ছোট হয়েছে, বাবা-মা, শিক্ষক এবং সমাজের দায়িত্ব তত বড় হয়েছে।

■ তথ্যের এই অফুরন্ত সমুদ্রে আমাদের তাদের জন্য একটি তীর হয়ে উঠতে হবে।

এমন একটি তীর, যার নাম; বিশ্বাস

■ সত্যিই কি এই প্রজন্ম শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন?

■ প্রায়ই একটি অভিযোগ শোনা যায়;আজকের তরুণরা ধর্ম থেকে দূরে। আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে। ঐতিহ্য ও সংস্কার থেকে দূরে।

কিন্তু দৃশ্যের অন্য দিকটিও একবার দেখুন

■ প্রেমানন্দজি মহারাজের কথা শোনেন যে লক্ষ লক্ষ তরুণ, তাদের কোন খাতায় রাখবেন?

■ মঙ্গলবার দিল্লির কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যে বিপুল তরুণের ভিড় দেখা যায়, সেটি কার?

■ তীর্থস্থান ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানগুলিতে তরুণদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি আমাদের কী বার্তা দেয়?

সম্ভবত এই প্রজন্ম তার শিকড় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না

■ সে নিজের মতো করে নিজের শিকড়ে পৌঁছানোর পথ খুঁজে নিচ্ছে।

■ তার পদ্ধতি আলাদা। তার ভাষা আলাদা। তার কৌতূহল আলাদা।

■ কেউ শুধু এই কারণে কোনও কথা মেনে নেবে না যে তাকে বলা হয়েছে, 'আমাদের এখানে বহু শতাব্দী ধরে এমনটাই হয়ে আসছে।'

■ সে প্রশ্ন করবে, কেন?

■ আর আমাদের সেই 'কেন' প্রশ্নকে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

■ আমাদের ঐতিহ্যের পিছনে থাকা দর্শন তাকে বোঝাতে হবে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্ম তাকে বুঝতে সাহায্য করতে হবে। সংস্কৃতিকে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

■ শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক আদেশ দিয়ে তৈরি হয় না। আত্মীয়তা দিয়ে তৈরি হয়।

এরা শুধু রিল বানানো প্রজন্ম নয়

■ Gen Z-কে কয়েক সেকেন্ডের একটি রিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া তার বিশাল সম্ভাবনার প্রতি অন্যায়।

■ এই প্রজন্মই সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই তরুণরাই ইউনিফর্ম পরে দেশের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

■ এই প্রজন্মই দাবার বোর্ডে গোটা বিশ্বকে চমকে দিচ্ছে। ডি. গুকেশের মতো তরুণরা ভারতের প্রতিভার নতুন পরিচয় তৈরি করছেন।

■ এই তরুণরাই স্টার্টআপ তৈরি করছে। গবেষণাগারে নতুন নতুন পরীক্ষা করছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে তেরঙ্গাকে উঁচুতে তুলে ধরছে। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে নতুন পথ তৈরি করছে।

এই প্রজন্ম রিলও বানায়, আবার রেকর্ডও গড়ে

■ এর আঙুল যখন স্ক্রিনের ওপর চলে, সেই আঙুলই দাবার ঘুঁটি সরিয়ে ইতিহাস রচনা করে। সেই হাতই কিবোর্ডে নতুন প্রযুক্তি তৈরি করে। সেই হাতই তেরঙ্গা ধরে।

■ প্রকাশের ধরন বদলে গেছে।

■ আকাঙ্ক্ষা বদলায়নি।

■ সংবেদনশীলতাই এর শক্তি

■ এই প্রজন্মের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য হলো Empathy— সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতা।

■ এরা শুধু নিজের কথা নয়, অন্যের কষ্টও বুঝতে চায়। পরিবেশের উদ্বেগ হোক, পশুপাখির অধিকার হোক, মানসিক সুস্থতার প্রশ্ন হোক, সমান সুযোগের দাবি হোক কিংবা কোনও দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়; আজকের তরুণরা এই বিষয়গুলিতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দে কথা বলে।

হতে পারে তাদের কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে অপরিণত মনে হয়। কিছু মতের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধও থাকতে পারে। মতবিরোধ স্বাভাবিক।

কিন্তু সংবেদনশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না।

সঠিক দিশা পেলে এই সংবেদনশীলতা সহমর্মিতায় রূপ নেয়। সহমর্মিতা কর্তব্যে পরিণত হয়। আর কর্তব্য সমাজকে বদলে দেওয়ার শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রতিটি উজ্জ্বল স্ক্রিনের পিছনে একটি মনও রয়েছে

■ আজকের তরুণদের সামনে সুযোগের আকাশ রয়েছে, কিন্তু চাপের পরিমাণও কম নয়।

■ প্রতিটি মুহূর্তে তুলনা। প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিযোগিতা। প্রতিটি স্ক্রিনে অন্য কারও সাফল্যের ছবি।

■ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবাইকে সফল বলে মনে হয়। ফলে নিজের ছোট্ট ব্যর্থতাও কখনও কখনও পাহাড়ের মতো বড় মনে হতে পারে।

■ তাই আজকের সন্তানদের শুধু শৃঙ্খলা প্রয়োজন নয়।

■ তাদের আশ্বাসও প্রয়োজন।

■ প্রতিবার এই কথা শোনানোর দরকার নেই; 'আমাদের সময়ে তো...' কখনও কখনও তার পাশে বসে শুধু এতটুকু বলা অনেক বেশি কার্যকর; 'বলো... আমি শুনছি।'

কত ছোট একটি বাক্য। কিন্তু কোনও একাকী হয়ে পড়া মনের কাছে এই বাক্যটিই হয়ে উঠতে পারে সম্পূর্ণ আকাশ।

প্রজন্মের মধ্যে দেওয়াল নয়, সেতু দরকার

Gen Z-কে আমাদের অনেক কিছু দেওয়ার আছে; আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের স্মৃতি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের সংগ্রাম থেকে অর্জিত প্রজ্ঞা।

কিন্তু এই প্রজন্মের কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে; নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন গতি, নতুন প্রযুক্তি, নতুন প্রশ্ন এবং পৃথিবীকে দেখার একটি নতুন জানালা।

■ আমরা তাদের ধৈর্য দিতে পারি, তারা আমাদের গতি দিতে পারে।

■ আমরা তাদের শিকড়ের ঠিকানা দেখাতে পারি, তারা আমাদের নতুন আকাশের পথ দেখাতে পারে।

■ আমরা তাদের অভিজ্ঞতার আলো দিতে পারি, তারা আমাদের সম্ভাবনার নতুন সূর্য দেখাতে পারে।

■ সম্পর্কটা উপদেশের নয়, সংলাপের হোক।

■ শ্রেষ্ঠত্বের নয়, অংশীদারিত্বের হোক।

■ সংঘাতের নয়, বিশ্বাসের হোক।

এটাই হবে প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সেতু।

■ সেই 'এই' শব্দটি সরিয়ে দিন

■ তাই পরের বার কোনও বৈঠকে কেউ মুচকি হেসে বললে, 'আরে, এই Gen Z-র ছেলেমেয়েরা...'

■ তখন হয়তো আমাদেরও হেসে বলা উচিত, হ্যাঁ, এরা Gen Z। কিন্তু 'এই লোকগুলো' নয়। এরা আমাদেরই সন্তান।

■ আমাদের বন্ধু।

■ আমাদের আশা।

■ আমাদের বর্তমান।

■ আর আমাদের ভবিষ্যতের নির্মাতা।

■ তাদের প্রতিটি কথা সঠিক হবে না। যেমন আমাদের প্রতিটি কথাও সঠিক ছিল না।

■ তারা ভুল করবে। যেমন আমরা করেছি।

■ তারা পড়ে যাবে। আঘাত পাবে। শিখবে। আবার উঠে দাঁড়াবে। আর হয়তো একদিন আমাদের থেকেও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

আমাদের তাদের পথ ঠিক করে দিতে হবে না।

শুধু এতটুকু করতে হবে;তারা যখন নিজেদের পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে, তখন পিছন ফিরে তাকালে যেন একজন আপন মানুষকে দেখতে পায়।

এমন একজন আপন মানুষ, যার চোখে অভিযোগের চেয়ে বিশ্বাস বেশি।

কারণ Gen Z কোনও অন্য পৃথিবী নয়।

এটি আমাদেরই গল্পের পরবর্তী অধ্যায়।

আমরা আমাদের সময়ের ভারতকে পেয়েছি। তাকে বেঁচেছি। তাকে কিছুটা সাজিয়েছি। এখন ভারতের পরবর্তী যাত্রা এগিয়ে যাবে এই তরুণদের কাঁধে ভর করে।

আগামী দিনের ভারত কেমন হবে, তার বর্ণনা লেখা হবে এই চোখের স্বপ্ন দিয়ে। তার রং আসবে এই কল্পনা থেকে। তার গতি নির্ধারিত হবে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে।

তাই তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পরিবর্তে তাদের পাশে দাঁড়ান।

তাদের সঙ্গে অভিযোগ কম করুন। সংলাপ বেশি করুন। তাদের শুনুন। তাদের বোঝার চেষ্টা করুন। আর সবচেয়ে বড় কথা;

তাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন

■ কারণ ভবিষ্যৎকে নিজের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা যায় না।

■ ভবিষ্যতের হাত ধরতে হয়।

■ তার সঙ্গে পথ চলতে হয়।

■ আর মনে রাখবেন, ভারতের পরবর্তী গল্প অন্য কেউ নয়, এই হাতগুলিই লিখবে।

কোট-আনকোট

শিক্ষকদের সপ্তাহে দুই-একদিন আসার কালচার আর মেনে নেওয়া হবে না।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অতিবৃষ্টির জেরে পঃ মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

বন্যাকবলিত গ্রাম পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অতি বৃষ্টির ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। একটানা বৃষ্টিতে সবং ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ এবং রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সবং ব্লকের বিভিন্ন বন্যা কবলিত গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন সবংয়ের বিধায়ক অমল পান্ডা এবং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকরা। জেলাশাসক ও অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবিরও পরিদর্শন করেন এবং দুর্গতদের হাতে শুকনো খাবার, ত্রিপল তুলে দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন সমস্ত ধরনের ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করার। জেলায় অতিবৃষ্টির ফলে যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে সবং, মোহনপুর ও নারায়ণগড় ব্লক। এই তিনটি ব্লকে ৪০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন শিবির গুলিতে। পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রাণ শিবিরের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণ জানিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসন ছাড়াও সবংয়ে বন্যা প্লাবিত এলাকার দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সংস্থা ও শিল্প গোষ্ঠী। অতিবৃষ্টিতে সবংয়ের বন্যা প্লাবিত লোকপীঠ, বিষ্ণুপুর, মাশুমপুর, নারায়নবাড় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জরুরি প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে রশ্মি গ্রুপের পক্ষ থেকে অনুদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৩০০ পরিবারকে চাল, ডাল, সর্ষের তেল, নুন সোয়াবিন, মুড়ি, গুড়, আলু, চানাচুর, বিস্কুট-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়েছে সংস্থার কর্তৃপক্ষ। সবংয়ের বিধায়ক অমল পন্ডা বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলি এভাবে এগিয়ে এলে দুর্গত মানুষের কাছে বেশি করে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

বন্যার আশঙ্কায় খানাকুল, এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নদীর জল বাড়তেই খানাকুলে বন্যার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে নদীর উপর নির্মিত সাঁকো বেহাল থাকায় দুশ্চিন্তায় স্থানীয়রা। আরামবাগে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আজ আরামবাগে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আরামবাগ মহকুমার অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা খানাকুলে ফের বাড়ছে নদীর জল। টানা কয়েক দিনের নিম্নচাপের বৃষ্টি এবং ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার জেরে দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদী ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকাতেও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। নদীর জল বাড়তে থাকায় বন্যার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সকাল থেকেই খানাকুল বিধানসভার বিভিন্ন নদীবেষ্টিত ও বন্যাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। নদীর জলস্তর, নদীর পাড়ের পরিস্থিতি এবং স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা জানতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি খোঁজ নেন বিধায়ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বর্ষা এলেই নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আতঙ্ক শুরু হয়। বিশেষ করে নিচু এলাকার মানুষদের রাত জেগে নদীর জলের দিকে নজর রাখতে হয়। জল বাড়লে অনেক সময় বাড়িঘর, চাষের জমি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'টানা কয়েক দিনের নিম্নচাপ এবং ডিভিসি জল ছাড়ার ফলে খানাকুলের একাধিক জায়গায় নদীর জল বেড়েছে। বেশ কিছু কাঠ ও বাঁশের সাঁকো প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই সকাল থেকেই বিভিন্ন নদীবেষ্টিত এলাকা পরিদর্শন করছি এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

শুখা গন্ধেশ্বরীর বিধ্বংসী রূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘুমিয়ে থাকা নদীর বিধ্বংসী রূপ। এতে আতঙ্কিত জেলার অসংখ্য গ্রামের বাসিন্দারা। তবে সেই শুখা নদীর ভয়ঙ্করী রূপ দেখতে ছাতা মাথায় কৌতূহলী জনতার ভিড়। মোবাইলে সেই রূপ ধরে রাখতে হুড়োহুড়ি। এই নদীটি হল বাঁকুড়ার নিজস্ব ও ভালবাসার গন্ধেশ্বরী। লাগাতার বৃষ্টির ফুলেফেঁপে বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে। নদীটির ওপর থাকা জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কজওয়ে বা সেতু জলের তলায়। হাঁটু থেকে কোমর সমান জল প্রচণ্ড স্রোতে কজওয়ে বা সেতুগুলির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। একনজরে মনে হবে সমুদ্রের ঢেউ। প্রথমটি হল ছাতনা থেকে শুশুনিয়া যাওয়া প্রধান রাজ্য সড়কের ওপর থাকা গন্ধেশ্বরী নদীর ওপর থাকা

কজওয়েটি। শ্রাবণের শেষ সোমবার থেকে গন্ধেশ্বরী নদীর জল বাড়তে থাকে। কজওয়েটি ডুবিয়ে জল বয়ে যেতে শুরু করে। মঙ্গলবার থেকে ভয়ঙ্করী রূপ নেয়। দ্বিতীয়টি হল বাঁকুড়া উগারডিহি, রানিগঞ্জ রাজ্য সড়কের ওপর থাকা মানকানালি সেতু। এই সেতুর ওপর দিয়েও জল বয়েছে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে ওই সেতুর ওপর যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সাধারণ মানুষের পারাপারও বন্ধ হয়ে পড়েছে। এতে বাঁকুড়া-উগারডিহি রাস্তার ওপর থাকা ৪০ থেকে ৪৫ গ্রামের বাসিন্দারা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি এই সেতুর একটি অংশ ধসে পড়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ সেতুর দু'পাশে ব্যারিকেড বসিয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিল। তবুও ঝুঁকি নিয়েই চলত পারাপার। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। গন্ধেশ্বরী এতটাই ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে যে নদীটির জলের তোড়ে উলটে গেছে একটি ডাম্পার। অন্যদিকে জেলার, অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়া যাওয়ার রাস্তার ওপর থাকা কজওয়েটি ডুবে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক, শিবভক্ত ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

উন্নয়নের আলো পৌঁছয়নি

ত্রিপলের ছাউনিতে জীবনযাপন বাজনাগুড়ির ৭০টি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া এখনও অধরা। নেই যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা, নেই পর্যাপ্ত পানীয় জলের স্থায়ী পরিষেবা। বর্ষা নামলেই দুর্ভোগ আরও চরমে ওঠে। কোথাও ত্রিপল টাঙিয়ে, কোথাও অস্থায়ী আশ্রয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। তার উপর টানা বৃষ্টিতে বাড়ছে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর, বাড়ছে নদীভাঙন। ফলে একদিকে মৌলিক পরিকাঠামোর অভাব, অন্যদিকে নদীভাঙনের আতঙ্ক; দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে কার্যত অস্তিত্বের সংকটে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর, ২ নম্বর ব্লকের বাজনাগুড়ি গ্রামের হরিজন পাড়ার বাসিন্দারা। বাজনাগুড়ির এই পাড়ায় প্রায় ৭০টি পরিবারের বসবাস। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্বাধীনতার এত বছর পরেও তাঁদের এলাকায় মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। গ্রামের ভিতরে চারচাকা গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা না থাকায় প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। বর্ষার সময় কাদা ও জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। এমনকি কেউ অসুস্থ হলে আজও [illegible] খাটে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিপাকে পড়তে হয় পরিবারগুলিকে। শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, পানীয় জলের স্থায়ী পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত বহু পরিবার বলে অভিযোগ। একাধিক পরিবার এখনও ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছে বলেও দাবি গ্রামবাসীদের। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা থেকেও বহু পরিবার বঞ্চিত বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে টানা বৃষ্টিতে বাড়ছে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর। নদীর পাড় ভাঙতে শুরু হয়েছে। ফলে নদী তীরবর্তী পরিবারগুলির মধ্যে তৈরি

হয়েছে তীব্র আতঙ্ক। ভাঙন আরও বাড়লে বসতবাড়ি, চাষের জমি এবং গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ নদীগর্ভে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঘুম উড়েছে নদীপাড়ের মানুষের। এই পরিস্থিতিতে খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন নয়াগ্রাম ৫ নম্বর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি আবাস যোজনার মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলির বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রেও সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন বিজেপি নেতা তাপস সুঁই বলেন, 'বাজনাগুড়ির হরিজন পাড়ার মানুষের সমস্যাগুলি দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে বর্ষার সময় রাস্তা, পানীয় জল এবং নদীভাঙনের কারণে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। মানুষের এই দুর্দশার সময় পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে আপাতত ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যোগ্য পরিবারগুলি যাতে আবাস যোজনার সুবিধা পান, সেই বিষয়েও সহযোগিতা করা হবে। নদীভাঙন রোধ, রাস্তা ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।' তবে গ্রামবাসীদের দাবি, শুধু সাময়িক ত্রাণ দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অবিলম্বে প্রশাসনিক সার্ভে করে যোগ্য পরিবারগুলিকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনা, পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করা এবং নদীভাঙন রোধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি গ্রামের ভিতরে চারচাকা গাড়ি চলাচলের উপযোগী পাকা রাস্তা নির্মাণের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দ্রুত নদীভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে বাজনাগুড়ি হরিজন পাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। তাই মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি নদীপাড়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Suhana Khatun, Father's Name - Sahdul Islam Molla, of Jamira, PS - Falta, Diamond Harbour Police District. Who has been missing since 31.07.2026, at about 15.30 hrs. Residence under Falta PS. Description of this Missing person is: Age - 16 Years, Height - 5 Feet, Complexion - Fair, Wearing - Red Saree, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.
ICA-D 1286(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Tajkiya Khatun, Father's Name - Sk. Isaruddin, of Vill - Sandalpur, PS - Galsi, Dist - Purba Bardhaman, Who has been missing since 01.01.2026, at about 19.00 hrs. Residential area under Galsi PS. Description of this Missing person is: Age - 17 Years (Approx), Height - 4 Feet 8 Inch (Approx), Complexion - Fair, Wearing - Churidar. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.
ICA-D 1288(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Avishek Sen Chowdhury, Father's Name - Avijit Sen Chowdhury, of Santoshpur Govt. Colony, Block - B, PS - Maheshtala, Dist - South 24 Pgs. Who has been missing since 28.12.2025, at about 17.30 hrs. Residential area under Maheshtala PS. Description of this Missing person is: Age - 32 Years (Approx), Height - 6 Feet (Approx), Complexion - Fair, Wearing - Blue Hoody & Blue jeans, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.
ICA-D 1289(3)/2026

ফর্ম নং আইএনসি ২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুসারে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২(৫) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২৮ এবং বিধি ৩০-এর বিষয়ে
এবং
মেসার্স **অ্যাচিভার হাইরাইজার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U45400WB2010PTC141929)** কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় **৭৫সি, দেব লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৪** বিষয় সম্পর্কিত
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২(৫) এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২৮ এবং বিধি ৩০-এর অধীনে কোম্পানি রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা-র কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে তাদের নিবন্ধিত কার্যালয় রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-১ এর এক্তিয়ার থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-২ এর এক্তিয়ারে, ৭৫সি, দেব লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪ থেকে প্রেমিসেস নং ০৬-০১৮১, প্লট নং CE/I/B/122, ১ম তল, স্ট্রিট নং ১৮১, অ্যাকশন এরিয়া-I, উত্তর ২৪ পরগণা, বারাসাত সদর, পিন - ৭০০১৫৬, নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, পশ্চিমবঙ্গ**-এ স্থানান্তরিত করার জন্য নিশ্চিতকরণ চাওয়া হয়েছে।
নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের **এই প্রস্তাবটি গত ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **একুশ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-কে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ জানাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে প্রদান করবেন।
আপত্তি, যদি থাকে, তবে তা নিবন্ধিত ডাকযোগে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন-কে পাঠানো যেতে পারে, যার একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়
অ্যাচিভার হাইরাইজার প্রাইভেট লিমিটেড
৭৫সি, দেব লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪
অ্যাচিভার হাইরাইজার প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
অঞ্জন কুমার সাহা
তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিআইএন : ১০৯৫৩৫৫৩

SBI **এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক ব্রাঞ্চ (০০১৭২৩)**
মহঃ মহসীন স্কোয়ার, ১, হাজী, ওয়েলেসলি পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬
স্বর্ণালঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ব্যক্তি/ব্যক্তিরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশ/নোটিশগুলির যথাযথ উত্তর দেননি বা নোটিশ অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে, এমতাবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২১.০৯.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন(গুলি) পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাঙ্ক কোনো পূর্ববর্তী নোটিশ ছাড়াই বন্ধকি অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে। নিলামের দিন, নিম্নে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে ব্রাঞ্চ প্রাঙ্গণ/গোল্ড হাব-এ কোনো অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই বন্ধকি অলঙ্কারগুলি প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কারগুলির দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণালঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	আইটেমের সংখ্যা
১.	২১.০৯.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৪৩.৪০ গ্রাম নিট ওজন ৩৯.১০ গ্রাম	২ টি চুড়ি
২.	২১.০৯.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১৯.৮৫ গ্রাম নিট ওজন ১৭.৮০ গ্রাম	১ টি ব্রেসলেট
৩.	২১.০৯.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১৮.৩০ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৫০ গ্রাম	২ টি ঝুমকো
৪.	২১.০৯.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	২২ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৫.৫০ গ্রাম নিট ওজন ৫.০০ গ্রাম	১ টি হাতের আংটি
৫.	২১.০৯.২০২৬	বিকাল ০৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা	১৮ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৩৬.৭০ গ্রাম নিট ওজন ৩৪.০০ গ্রাম	১ টি নেকলেস

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা এসবিআই ওয়েলেসলি পার্ক

SBI **এসবিআই আরএসিপিসি বারুইপুর (৬৪২০২)**
২য় ফ্লোর, সাইট্রাস কোভ, কমলগাজী মোড় রাজপুর সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার (৬২৯৭৬)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৫.০৬.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রি**, স্বামী- দীনবন্ধু মিস্ত্রি -কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **২৭,১৯,২৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনিশ হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)** এবং **০৫.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ১৭ই আগস্ট** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **২৭,১৯,২৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনিশ হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)** এবং **০৫.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে তার উপর সুদ এবং অন্যান্য চার্জের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক: শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রি
২০২২ সালের দলিল নং ২৬১৮, এডিএসআর মথুরাপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
মৌজা পূর্ব রানাঘাট, পরগনা- হাতিয়াগড়, জে.এল. নং ৩৩, বর্তমানে ২৮, তৌজি নং ১০৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮১-এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২০৮৮ বর্তমানে ২১৯৩, লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা এবং এডিএসআর মথুরাপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৩৮-এ অবস্থিত ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ১২০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি দুই তলা বসতবাড়ির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রির নামে রয়েছে।
সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ এবং তারপর ভঞ্জু গোলদার এবং অন্যান্যদের জমি; দক্ষিণে- আমজাদ আলী গোলদারের ডাঙ্গা জমি; পূর্বে- সইফুল্লাহ গোলদারের জমি; পশ্চিমে- গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।
সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এই বিষয়ে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী **১০.০৮.২০২৬** তারিখের ১৩(৪) নোটিশগুলি প্রত্যাহার করা হলো এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।
তারিখ: ১৭.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বারুইপুর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
এ.জে.সি. বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
ফোন নং (০৩৩) ২২২৯ ৮০৮৬ / ০৪৫৭ / ৩২৫৯
দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট-৬
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল-৮(১)-এর অধীনে]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা ১. শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জীর উত্তরাধিকারী (মেসার্স টেকনো ট্রাভেলস-এর প্রয়াত অংশীদার এবং জামিনদাতা)**, ঠিকানা **ফ্ল্যাট নং - এ/১, ১০ হরিপদ দত্ত লেন, মান্না সুইটস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০৩৩, ২. শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা)**, ঠিকানা **ফ্ল্যাট নং - এ/১, ১০ হরিপদ দত্ত লেন, মান্না সুইটস, টালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০০৩৩, ৩. মেসার্স টেকনো ট্রাভেলস (অংশীদার শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী (প্রয়াত) এবং শ্রীমতী ভবানী বৈদ্যর অংশীদারি প্রতিষ্ঠান)**, ঠিকানা **২৪২/১, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫** যাদের আমাদের **এজেসি বোস রোড শাখা**, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ঋণ অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁদেরকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৭৭,৩০,৯২৬.৮১৩ টাকা (সাতাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শো ছাব্বিশ দশমিক আট এক তিন টাকা মাত্র) যা ২২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত নিয়মের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **৭৭,৩০,৯২৬.৮১৩ টাকা (সাতাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শো ছাব্বিশ দশমিক আট এক তিন টাকা মাত্র) যা ২২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সম্পত্তি - ০১
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, মৌজা - চান্দাপুর, জে.এল. নং - ৪১, প্লট নং- ৬, সি.এস. দাগ নং - ৯৭৪, ৯৭৮, সি.এস. খতিয়ান নং - ১২৫, ১২৬, তৌজি নং - ৫৬, প্রেমিসেস নং - ৬০/৬/১, হরিপদ দত্ত লেন, ওয়ার্ড নং - ৯৪, টালিগঞ্জ কবরস্থানের কাছে, পোঃ - টালিগঞ্জ, থানা - যাদবপুর, এ.ডি.এস.আর - আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৩৩-এ ২ কাঠা ১২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত "কৃষ্ণালয়" নামক জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রায় ৬২৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সি১ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের (যার মধ্যে ১টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি ডাইনিং-কাম-কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি লিফ্ট এবং ১টি ব্যালকনি রয়েছে) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ ও সাধারণ অংশের সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
যৌথ মালিকানা (ক) শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, পিতা- শ্রী জ্যোতি প্রসাদ চ্যাটার্জী; (খ) শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, উভয়ের বর্তমান ঠিকানা, ৬০/৬/১, হরিপদ দত্ত লেন, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩৩।
বিক্রয় দলিল তারিখ ০৬.০২.২০১৯, এ.ডি.এস.আর. আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত এবং বুক-১, ভলিউম নং ১৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৫৪৮৫ থেকে ২৫৫১৯-এ নথিভুক্ত, দলিল নং ১৬০৫০০৬৯২ - ২০১৯ সালের।

সীমানা

এলএসআর অনুযায়ী	ইভিআর অনুযায়ী
উত্তরে : স্কিম প্লট নং - ৫ দ্বারা;	**উত্তরে** : স্কিম প্লট নং - ৫ দ্বারা;
দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং - ৭ দ্বারা;	**দক্ষিণে** : স্কিম প্লট নং - ৭ দ্বারা;
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা দ্বারা;	**পূর্বে** : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা;
পশ্চিমে : দাগ নং - ১০৩৫ এর জমি দ্বারা।	**পশ্চিমে** : সি.এস. দাগ নং - ১০৩৫ এর জমি দ্বারা

সম্পত্তি - ০২
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, মৌজা - চান্দাপুর, জে.এল. নং - ৪১, প্লট নং - ৬, সি.এস. দাগ নং - ৯৭৪, ৯৭৮, সি.এস. খতিয়ান নং - ১২৫, ১২৬, তৌজি নং - ৫৬, প্রেমিসেস নং - ৬০/৬/১, হরিপদ দত্ত লেন, ওয়ার্ড নং - ৯৪, টালিগঞ্জ কবরস্থানের কাছে, পোঃ - টালিগঞ্জ, থানা - যাদবপুর, এ.ডি.এস.আর. - আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৩৩-এ ২ কাঠা ১২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত "কৃষ্ণালয়" নামক জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রায় ৬২৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সি২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের (যার মধ্যে ১টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি ডাইনিং-কাম-কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি লফ্ট এবং ১টি ব্যালকনি রয়েছে) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত এবং জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ ও সাধারণ অংশের সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
মালিকানা (ক) শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, পিতা- শ্রী জ্যোতি প্রসাদ চ্যাটার্জী, (খ) শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, উভয়ের বর্তমান ঠিকানা, ৬০/৬/১, হরিপদ দত্ত লেন, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩৩।
বিক্রয় দলিল তারিখ ২৮.১২.২০১৮, এ.ডি.এস.আর. আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিবন্ধিত এবং বুক-১, ভলিউম নং - ১৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৫৬ থেকে ২৪৯১-এ নথিভুক্ত, দলিল নং - ১৬০৫০৮২৮৪ - ২০১৮ সালের।

সীমানা

এলএসআর অনুযায়ী	ইভিআর অনুযায়ী
উত্তরে : স্কিম প্লট নং - ৫ দ্বারা;	**উত্তরে** : স্কিম প্লট নং - ৫ দ্বারা;
দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং - ৭ দ্বারা;	**দক্ষিণে** : স্কিম প্লট নং - ৭ দ্বারা;
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা দ্বারা;	**পূর্বে** : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা দ্বারা;
পশ্চিমে : দাগ নং - ১০৩৫ এর জমি দ্বারা।	**পশ্চিমে** : সি.এস. দাগ নং - ১০৩৫ এর জমি দ্বারা।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় : কাঁকারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ভারত **CIN : L65993WB1979PLC032394** ফোন : ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪
ই-মেইল : info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট :** www.ludlowjute.com
৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি. ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে জারি করা বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে করা হচ্ছে, যেখানে এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদিত হবে।

৪৭তম এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিনভাবে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। আরও, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিউআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি ভৌত অনুলিপি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠাবে যারা info@ludlowjute.com-এ তাদের ফোলিও নং/ ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে এর জন্য অনুরোধ করবেন।

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ludlowjute.com-এ এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ উপলব্ধ করা হবে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানির দেওয়া বিশদ বিবরণ অনুযায়ী, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তদনুসারে, সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার বিষয়টি পরিহার করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ধরা হবে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার নির্দেশাবলী (রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং/অথবা তাদের ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ যেমন ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড ইত্যাদি আপডেট করেননি, তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য : সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট- মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩ লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০৪৫-এর কাছে প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে নিবন্ধিত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ইনভেস্টর সার্ভিস রিকোয়েস্ট ফর্ম (ফর্ম আইএসআর-১) জমা দিয়ে উপরের বিবরণগুলি নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন। ফর্মটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

খ. ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য : সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) পরামর্শ অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে উপরের বিবরণগুলি নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন।

যে সকল সদস্যের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ বা তাদের নিজ নিজ ডিপি-দের কাছে নিবন্ধিত/আপডেট করা নেই এবং যারা ৪৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে রিমোট ই-ভোটিংয়ের লগইন শংসাপত্র পেতে ইচ্ছুক, তারা এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানিকে info@ludlowjute.com-এ অথবা আরটিএ অর্থাৎ মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড-কে mcssta@rediffmail.com-এ অথবা ই-ভোটিং এজেন্সি অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-কে evoting@nsdl. co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন।

বুক ক্লোজারের তারিখ এবং কাট-অফ তারিখ
কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ হলো কাট-অফ তারিখ।

সদস্যদের কোম্পানির আরটিএ-কে mcssta@rediffmail.com-এ লিখে হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দিতে এবং/বা তাদের কেওয়াইসি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কলকাতা, ১৯ আগস্ট, ২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা বেগমপুর
গ্রাম বেগমপুর, পোঃ বেগমপুর
জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৬ [পশ্চিমবঙ্গ]
ইমেল : B710@indianbank.co.in
দাবি নোটিশ
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ

প্রতি,
১. **প্রয়াত প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এস্টেটের উদ্দেশ্যে [মৃত্যু ২৩.০৪.২০২৪] আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে :**
ক. **অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী- প্রয়াত প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম এবং পোঃ - কোন্নগর, উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩৫।**
খ. **অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী, যদি থাকে**
২. **অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী- প্রয়াত প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম এবং পোঃ - কোন্নগর, উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩৫।**
৩. **স্বপন নন্দী, পিতা- অমর নন্দী, ব্যানার্জী পাড়া, বারিঝাটি, চণ্ডীতলা - II, পোঃ চণ্ডীতলা, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৭০২।**
মহাশয়/মহাশয়া,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), বেগমপুর শাখায় আপনার/আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর ৫০৩১৫৬৫৫৭০০ - প্রসঙ্গে।
আপনারা প্রত্যেকেই একজন **স্বতন্ত্র** ব্যক্তি। আপনাদের ৩য় জন হলেন আপনাদের **১ম ও ২য় জনের** দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনাদের **১ম ও ২য় জন** হলেন মর্টগেজর (বন্ধকদাতা) যারা আপনাদের ১ম ও ২য় জনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে সিকিউরিটি (জামানত) হিসেবে তাদের সম্পত্তি প্রদান করেছেন। আপনাদের I ও II হলেন আপনাদের ১ম জনের আইনি উত্তরাধিকারী।
আপনাদের **১ম, ২য় ও ৩য়** জনের অনুরোধে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অংশ হিসেবে, আপনাদের **১ম ও ২য়** জনের দ্বারা ঋণ অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়েছিল।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (টাকায়)
টার্ম লোন- হাউজিং	৯,৪০,০০০ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম জন উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
টার্ম লোন- হাউজিং	আবেদনপত্র, অনুমোদন স্বীকৃতি, ঋণ চুক্তি, গ্যারান্টি চুক্তি, টাইটেল ডিড/সমূহের জমা এবং অন্যান্য নথিপত্র।

০৭.০১.২০১৬ তারিখে গ্যারান্টির একটি চুক্তি সম্পাদন করে আপনাদের মধ্যে ৩য় জন উক্ত ঋণের পরিশোধের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করেছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ আপনাদের মধ্যে ১ম জনের মালিকানাধীন নিচের তফসিলে প্রদত্ত **কোন্নগরের** সম্পত্তি(গুলির) বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত।
আপনাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপ করেছেন। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **২৯.০৫.২০২৬ তারিখ** থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অকার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৩.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনাদের প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ :
(পরিমাণ টাকায়)

অ্যাকাউন্ট নম্বর	বুক ব্যালেন্স	এমওআই, এমএলই এবং এমওএক্স	মোট
টার্ম লোন - হাউজিং (৫০৩১৫৬৫৫৭০০)	৩,০৯,২৭৫.০০ টাকা	১৯,১৩৯.০০ টাকা	৩,২৮,৪১৪.০০ টাকা
		মোট	৩,২৮,৪১৪.০০ টাকা

আপনাকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, যদি থাকে, তা প্রদান করতে হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (এরপর 'আইন' বলা হবে) এর অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় এমন কোনো ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বা যিনি কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন অথবা ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জন্য সিকিউরিটি হিসেবে কোনো মর্টগেজ (বন্ধক) / চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সবাইকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা **০৩.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া **৩,২৮,৪১৪ টাকা (তিন লক্ষ আঠাশ হাজার চারশো চোদ্দ টাকা)** এই তারিখ থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত সুদ-সহ ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট কার্যকর করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পরে সুরক্ষিত সম্পদের (নিচের তফসিলে দেওয়া) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো হস্তান্তর করা যাবে না।
বলা বাহুল্য যে, ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো কুসংস্কার ছাড়াই এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/কোর্টের সামনে কোনো কার্যধারা অগ্রসর করার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো কুসংস্কার ছাড়াই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট হওয়া বকেয়া বিল, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনাদের পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত লেটার অফ ক্রেডিট-এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়বদ্ধতা, যদি থাকে, তার অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাদের আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮)-এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনাদের পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে কাজ করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরিউক্ত ধারা ১৩-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করতে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক।
তফসিল
যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :
বন্ধককৃত সম্পদ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি-৩ যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, কভার্ড এরিয়া ৪৪৬ (চারশো ছেচল্লিশ) বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৫৩৫.২ বর্গফুট কম বা বেশি, ফ্ল্যাট নং ডি-৩, হোল্ডিং নং ৭৭/৩৫/O, রাম মোহন প্লেস, ৩য় ফ্লোর-এ **'কনকর্ড অ্যাপার্টমেন্ট-২'** নামক বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে, যার সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত বাস্তু জমির অংশ ০৮ (আট) ছটাক ১১ (এগারো) বর্গফুট কম বা বেশি, অবস্থিত মৌজা - কোন্নগর, জে.এল. নং - ৭, আর.এস. দাগ - ১৮৫০ এর অধীনে, খতিয়ান নং - ৪৩৭৬, এল.আর. দাগ - ৩৪৪২ এর অনুরূপ, খতিয়ান নং - ১১৮৮৪ এবং ১১৮৮৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৭৭/৩৫, রাম মোহন প্লেস কোন্নগর, কোন্নগর পৌরসভার আওতাধীন, পোঃ - কোন্নগর, থানা উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর উত্তরপাড়ায় নিবন্ধিত দলিল নং ২০১৬-এর ২৯, বুক নং I, ভলিউম নং ০৬২১-২০১৬, পৃষ্ঠা ৭৭৫ থেকে ৮০৫, শ্রী প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে।
ফ্ল্যাটটি বেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ডি-৪, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ডি-২, **পূর্বে :** সাধারণ খোলা জায়গা এবং ভবনের সিঁড়িঘর, **পশ্চিমে :** প্রাঙ্গণের খোলা জায়গা।
● সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্ট(গুলি)র সাপেক্ষে আমাদের দ্বারা জারি করা পূর্ববর্তী সমস্ত নোটিশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।
তারিখ : ২০.০৮.২০২৬, স্থান : বেগমপুর **স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

যক্ষামুক্ত ভারত মিশন কর্মসূচি

‘আভা কার্ড’-এর গুরুত্ব তুলে ধরলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ‘প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত মিশন’-কে সফল করতে বালুরঘাটের বালুছায়া হলে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড সুকান্ত মজুমদার। টিবি আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থতার জন্য সঠিক পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম। সেই বার্তা মাথায় রেখে কয়েক বছর আগেই সাধারণ মানুষের কাছে টিবি রোগীদের পুষ্টির দায়িত্ব নেওয়ার বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছিল। সরকারের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ড সুকান্ত মজুমদার নিজে উদ্যোগী হয়ে বেশ কয়েকজন টিবি আক্রান্ত রোগীর পুষ্টিকর খাদ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে টিবি আক্রান্ত রোগীদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রীর ব্যাগ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি একটি রক্তদান শিবির এবং একাধিক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ

সহযোগিতায় আজকের এই স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে টিবি রোগীদের ‘নিক্ষয় মিত্র’ প্রকল্পের মাধ্যমে পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি ‘আভা কার্ড’ তৈরি ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।’ তিনি ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা ‘আভা কার্ড’-এর গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, ‘এই কার্ড একটি ডিজিটাল পরিচয়পত্র, যার মাধ্যমে রোগীদের প্রায় ১০০টিরও বেশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও রিপোর্ট একসাথে যুক্ত থাকবে। এর ফলে রোগীদের আর পুরনো রিপোর্টের কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বাড়াতে হবে না। ইতিমধ্যেই দেশে প্রায় ৯০ কোটি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গত এক সপ্তাহে ১৩ হাজার আভা আইডি তৈরি হয়েছে।’

যশোর রোড শীঘ্রই ফোর লেন হবে: দেবদাস মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ‘যশোর রোড ফোর লেন হবে’ জানালের হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। বিজেপি সরকারের ১০০ দিন সফলতা উপলক্ষে বারাসাতের সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত বিজেপির সহ-সভাপতি রাজ্যের অনিন্দ্য ব্যানার্জি ওরফে রাজু। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দার। হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। এদিন দেবদাস মণ্ডল জানান, ‘তৃণমূল জামানায় উন্নয়ন আটকে ছিল। দুর্নীতিই ছিল তাদের প্রধান কাজ। গুরুত্বপূর্ণ যশোর রোড সম্প্রসারণ করেতে সহায়তা করেনি। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আসায় সেই কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। যশোর রোডের সঙ্গে এশিয়ার বৃহত্তম পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর যুক্ত। এই রাস্তাটি জাতীয় সড়ক হওয়াতে গুরুত্ব অনেক। সেই রাস্তা এবার ফোর লেন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই রাস্তার উপরে একাধিক

ফ্লাইওভার তৈরি করে রাস্তার সম্প্রসারণ করা হবে।’ যশোর রোডের পাশে থাকা প্রাচীন গাছ কাটা নিয়ে সমস্যা হওয়াতে তৃণমূল জামানায় কাজ আটকে গিয়েছিল। এবার সব সমস্যার সমাধান করে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ কত দ্রুত শুরু হয় সেই দিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাহিনী মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কায় সকাল থেকেই পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের ঘটনা খুব একটা নজরে আসেনি। এবার সেই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন হুগলির কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ডিম নিয়ে সেখানে জড়ো হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। তবে দিনভর টানাপড়েনের পর তৃণমূলেরই একটি অংশ গরহাজির থাকায় অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েনি। গন্ডগোলের আশঙ্কার থাকলেও সে রকম কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জানা গিয়েছে, বর্তমানে ওই পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বেলা মাঝি। তাঁকে সরিয়ে নতুন প্রধান নিয়োগ করতে চাইছেন তৃণমূলেরই একটি অংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বহিরাগত কাউকে পঞ্চায়েতের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বিজেপির চুঁচুড়া ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রাজা দাস বলেন, ‘কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতির আঁতুড় ঘর। সমস্ত সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। আগে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রধান পদে বসানোর জন্য বর্তমান প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। আমরা চাই পঞ্চায়েত স্বচ্ছভাবে চলুক।’

দুর্গাপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে নাগরিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কোয়ার্টার লাইসেন্স থেকে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বেহাল রাস্তাঘাট ইস্পাত নগরীর একাধিক নাগরিক সমস্যা নিয়ে এবার সরব হল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী নাগরিক মঞ্চ। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অধীনস্থ নগর প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনের সদস্যরা। নাগরিক মঞ্চের অভিযোগ, ইস্পাত নগরীতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত। কোয়ার্টার লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব, জল ও বিদ্যুৎ বিলের নানা সমস্যা, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে নিত্যদিন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। এদিন সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপিও তুলে দেন নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, ইস্পাত নগরীর নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক নাগরিক সমস্যা নিয়ে এদিনের কর্মসূচিতে সরব হন আন্দোলনকারীরা। দীর্ঘদিনের সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে নাগরিক মঞ্চের তরফে।

শ্যামপুরে আইসিডিএসে বন্ধ পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বহুদিন ধরেই হাওড়ার শ্যামপুরের বিভিন্নখাল জবরদখল এবং নালার উপর বাড়ি নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রবল বর্ষা চলছে। ডিডিসি প্রচুর জলও ছেড়েছে। দামোদর নদের পাশাপাশি জলের চাপ বেড়েছে রূপনারায়ণে ও। অন্যদিকে শ্যামপুরের নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় জল বের হচ্ছে না। আর এর ফলে আতান্তরে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ। পরিস্থিতি এমনই যে, আইসিডিএস সেন্টারে আসছে না ছাত্রছাত্রীরা। শুধু মাত্র মায়েরা এসে খাবার নিয়েই চলে যাচ্ছেন। এমনই চিত্র দেখা গেল হাওড়ার নাকোল-সাইবেনিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে। স্কুলের রাস্তাটি হাঁটু খানেক জলে ডুবে যাওয়ায় পঠনপাঠন বন্ধ রাখতে হয়েছে আইসিডিএস সেন্টারটি। বিদ্যুৎ ও নেই। আইসিডিএস সেন্টারে যাওয়ার পথে কয়েকশো মিটার রাস্তা সম্পূর্ণ জলের তলায়। এলাকায় বাড়ছে সাপের উপদ্রব। এই পরিস্থিতিতে আইসিডিএস সেন্টারে যাওয়া কার্যত অসম্ভব তাই এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রী স্কুলে না আসায় বন্ধ রয়েছে আইসিডিএস সেন্টারটি। কবে জল নামবে তার উপর নির্ভর করছে এই সেন্টার কবে খুলবে এই সিদ্ধান্তটি। অভিযোগ পঞ্চায়েত সহ ব্লক প্রশাসনে জানালেও কোনও উত্তর কোনও পক্ষ থেকেই পাওয়া যায়নি।

SBI | এসবিআই, হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, মোবাইল নং ৯৮১০৯ ৭২১১১, ই-মেইল- sbi.10263@sbi.co.in

বাজেয়াপ্ত করা এবং বিক্রয়যোগ্য গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৮.২০২৬
সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী বিডাররা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখের শেষ পর্যন্ত প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। প্রি-বিড ইএমডি-এর ক্রেডিট শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাওয়ার পর এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই বিডারকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই প্রি-বিড ইএমডি-র পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৮.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **২৭.০৮.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা(দের) থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয় ইত্যাদি (সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে) আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার (যদি থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না অর্থ জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
মেক এবং মডেল: মারুতি সুজুকি / জি ভিটারা স্মার্ট হাইব্রিড আলফা **ভার্সন:** পেট্রোল **অ্যাকাউন্ট নং:** 42460275649 **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 12 BQ 1820 **ইঞ্জিন নং:** K15CN7113191 **চ্যাসিস নং:** MBJTYKL1SPC135351 **মালিক: রেখা সুরাণা** **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৯,১০,২২৪/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৯১,০২৩/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬, স্থান : হাওড়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, হাওড়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা
L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড (‘এলটিএফ’) যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোসমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারেন্টস অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারেন্টস এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H05986271023121436, H05986271023121436L	1. আয়ুষ সরাওয়াগি – ঋণগ্রহীতা 2. কমল সরাওয়াগি – সহ-ঋণগ্রহীতা 3. শ্রী মহাবীর ষ্টোর্স (ইহার পার্টনার আয়ুষ সরাওয়াগি'র মাধ্যমে) – সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** হাওড়া জেলাতে, থানা – ডোমজুড়, মৌজা বাঁকড়া, জে.এল নং 55'তে খতিয়ান নং 12516'য়ে নথিবদ্ধ এল.আর. দাগ নং 185, 187, 189, 192, 194, 215-এর অনুরূপ আর.এস. দাগ নং 173, 174, 176, 179, 181, 199 সম্বলিত স্থানে অবস্থিত আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগীদারি এবং কথিত সম্পত্তিতে সম্বলিত জমির সঙ্গে একত্রে তথা আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগীদারি এবং কমন এরিয়ায় তথা উহাতে ইনস্টলেশনের সঙ্গে একত্রে ‘মিলেনিয়াম মার্কেট’ ইমারতে ফিফথ ফ্লোর, ইউনিট নং 501'য়ে প্রায় 10,000 (দশ হাজার) বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের কমার্শিয়াল জায়গা।	10-03-2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টা:4,39,00,509.46/- (টাকা চার কোটি উনচল্লিশ লাখ পাঁচশো নয় এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র।)	বাস্তবিক দখল 14-08-2026

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 20.08.2026
স্থান: কোলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয়: কোলকাতা
L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা **13(2)**-এর অধীনে
যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ‘‘আনডেলিভার্ড’’ হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড। 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। ‘এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন’।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H082HL241015173735, H082HL241015173735L	1. অমিত দত্ত 2. প্রিয়া দত্ত	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10.08.2026 এনপিএ তারিখ : 01-08-2026	06-08-2026 তারিখের হিসাবে টা:3873363.19/- (আটত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশো তেষট্টি টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি-I** উত্তর 24 পরগণা জেলাতে বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি সীমার অধীনে ওয়ার্ড নং – 05, হোল্ডিং নং – 48, এন.ডি.পি. – 2, গুপ্তা কলোনি, এ.ডি.এস.আর. কদম্বগাছির এক্তিয়ারের মধ্যে, বারাসাত থানার অন্তর্গত আর.এস. খতিয়ান নং – 1137-এর অনুরূপ সি.এস. খতিয়ান নং – 349, যা পরিবর্তিত আর.এস. খতিয়ান নং – 1175-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত, সি.এস. দাগ নং – 1152-এর অন্তর্গত, আর.এস. দাগ নং – 2160-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আর.এস. দাগ নং 2160/3093 হিসাবে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত অধীনে, মৌজা – নোয়াপাড়া'তে অবস্থিত পরগণা আনোয়ারপুর, তৌজি নং – 146, জে.এল. নং – 83'তে সম্বলিত ‘‘সার্থক’’ নামক জি+4 তলা ইমারতের সঙ্গে একত্রে বেশী বা কম 4 কাঠার সমতুল্য 6.75 ডেসিমাল পরিমাপের বাস্তু জমির ওপর বেশী বা কম 891 বর্গফুট কাঠামোগত, ফার্স্ট ফ্লোরে 1188 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ আয়তন পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং (লিফ্‌ট সুবিধাযুক্ত) নং ‘বি’ হওয়া আবাসিক ফ্ল্যাট, যেটা নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ : উত্তরে : খোলা আকাশ দক্ষিণে : খোলা আকাশ পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ‘এ’ পশ্চিমে : খোলা আকাশ

তারিখ: 20.08.2026
স্থান: কোলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI | এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩
গাড়ি নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মন্টু কুমার মণ্ডল, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭ ১২৮৬৯, ই-মেইল- sbi.64202@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬, পরিদর্শনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে **“যেখানে যেমন আছে”, “যেমন আছে যা আছে”** এবং **“যাই থাক না কেন”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ :
ঋতম ঘোষাল (প্রয়াত), এ/সি. নং. ৪২৪৫০৬৫৯৮০৮। বকেয়া পরিমাণ **১৭.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৯,৭০,৩৭২.০০ টাকা** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ। সংরক্ষিত মূল্য হলো **১৫,৬১,০০০.০০ টাকা,** বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **১,৫৬,১০০.০০ টাকা** এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে **৫,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ : জীপ নিউ কম্পাস এমওডিএস (০২) **4X4AT**, রেজি. নং **W802AU6667**, চ্যাসিস নং **MCANJREY5PFA99023*AN** ইঞ্জিন নং ৪২১৮৪৫২, তৈরির বছর ২০২৩

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক **https//BAANKNET.com** দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর দরদাতা অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com**

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | হোম লোন সেন্টার কলকাতা
"অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন,
এক্সাইড বিল্ডিংয়ের কাছে, **ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.in**
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সঞ্জয় মন্ডল, মোবাইল নং ৯১৬৩০ ০৬১৩১, ই-মেইল- sbi.04490@sbi.co.in

বাজেয়াপ্ত করা এবং বিক্রয়যোগ্য গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৮.২০২৬
সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী বিডাররা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখের শেষ পর্যন্ত প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। প্রি-বিড ইএমডি-এর ক্রেডিট শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাওয়ার পর এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই বিডারকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই প্রি-বিড ইএমডি-র পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৮.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **২৭.০৮.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা(দের) থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয় ইত্যাদি (সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে) আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার (যদি থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না অর্থ জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
মেক এবং মডেল: মারুতি সুজুকি ফ্রনক্স ডেল্টা + বিএস সিক্স পেট্রোল ভার্সন **অ্যাকাউন্ট নং:** 42820299436 **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 70H 9223 **ইঞ্জিন নং:** K12NBH455127 **চ্যাসিস নং:** MBHKWD13SRB230839 **মালিক: তাপসী দত্ত** **তৈরির বছর:** ২০২৪	**৬,০৪,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৬০,৪০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: মাহিন্দ্রা বোলেরো নিও এন৪ **অ্যাকাউন্ট নং:** 42235074542 **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB08Q2788 **ইঞ্জিন নং:** XZP6G65639 **চ্যাসিস নং:** MAINA2XZXP6G90537 **মালিক: আসিফ আলি মোল্লা** **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৫,০০,৪০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫০,০৪০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: হুন্ডাই অরা ১.২ এমটি **অ্যাকাউন্ট নং:** 43854616188 **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB27A3578 **ইঞ্জিন নং:** G4LASM250956 **চ্যাসিস নং:** MALB341CLSM340209 **মালিক: তৃষ্ণা সরকার** **তৈরির বছর:** ২০২৫	**৪,৫৭,২০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৪৫,৭২০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: স্কোডা ভিডব্লিউ ভেন্টো টিএসআই এটি হাইলাইনপ্লাস **অ্যাকাউন্ট নং:** 42066165294 **রেজিস্ট্রেশন নং: WB 20BS9649** **ইঞ্জিন নং:** DSH033575 **চ্যাসিস নং:** MEXG21604MT152199 **মালিক: শ্রীমতী অনিতা সিকদার** **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৫,৫০,৮০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫৫,০৮০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার) -এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’, ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ই-মেইল : sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : ই-মেইল আইডি : clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : তারিখ : ০৯.০৯.২০২৬
সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর/স্থাবর সম্পদগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **০৯.০৯.২০২৬ তারিখে** ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’ এবং ‘‘যাই থাক না কেন’’ ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা মেসার্স জয়শ্রী বালাজী ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড, যার রেজিস্টার্ড অফিস ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’ ২৪এ, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত এবং এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টারগণ **(ক) শ্রী নওয়াল কিশোর বাঁকা,** পিতা- প্রয়াত বনোয়ারিলাল বাঁকা, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, **(খ) শ্রী নওয়াল কিশোর মোড়,** পিতা- মুরলী ধর মোড়, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, এবং কর্পোরেট গ্যারান্টারগণ **(গ) মেসার্স সিদ্ধি বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড,** ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’ ২৪এ, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, **(ঘ) মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’ ২৪এ, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া **১৬,৯২,১১,৯৪৩.৫৯ টাকা (ষোলো কোটি বিরানব্বই লক্ষ এগারো হাজার নয়শো তেতাল্লিশ টাকা এবং উনষাট পয়সা)** যা **১৫.১২.২০১৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং ১৬.১২.২০১৪ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০১.০৯.২০২৬, সময় দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ১ মিউনিসিপ্যাল নং ৫৫৮০ প্লট নং ৪৭-এর উপর নির্মিত তিন তলা বিল্ডিংয়ের (জি+২.৫ তলা) সম্পূর্ণ ১ম ফ্লোর, সম্পূর্ণ ২য় ফ্লোর এবং ছাদ/টেরেস এবং ২য় ফ্লোরের উপর থেকে ছাদ পর্যন্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা শ্রদ্ধানন্দ মার্গ, পূর্বে গারস্টন ব্যাসশন রোড, লাহোরি গেট, দিল্লি নামে পরিচিত এবং সীমানা নিচে দেওয়া হলো, সাধারণ মালিকানা অধিকার এবং ফাসিল রোড দিক থেকে দুটি প্রবেশদ্বার ব্যবহারের অধিকার সহ। বিক্রয়াধীন সম্পত্তি এবং সম্পত্তি নং ৫৫৭৯ এর মধ্যে নিচ তলা থেকে উপরের তলা পর্যন্ত এবং অন্যটি বিক্রয়াধীন সম্পত্তি এবং সম্পত্তি নং ৫৫৮১ এর মধ্যে নিচ তলা থেকে ১ম তলা পর্যন্ত প্যাসেজ এবং দুটি সিঁড়ি, এবং সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ সহ পুরো ভবনের নীচে প্রায় ৮২.৫ বর্গগজ (৬৮.৯৮ বর্গমিটার) জমির লিজহোল্ড অধিকারের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। সম্পত্তিটি **মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা. লি.**-এর নামে রয়েছে, ডিড নং ১-২৮৬, ২০০৯ সালের, সাব-রেজিস্ট্রার-১, নতুন দিল্লিতে ১৬.০১.২০০৯ তারিখে অ্যাডিশনাল বুক নং ১, ভলিউম নং ২৮০৩, পৃষ্ঠা ৬১ থেকে ৭০-এ নিবন্ধিত। উত্তরে : সাধারণ সিঁড়ি এবং প্লট নং ৪৬-এর উপর নির্মিত সম্পত্তি নং ৫৫৮১; দক্ষিণে : সাধারণ সিঁড়ি এবং প্লট নং ৪৮-এর উপর নির্মিত সম্পত্তি নং ৫৫৭৯; পূর্বে : ফাসিল রোড; পশ্চিমে : প্রধান শ্রদ্ধানন্দ মার্গ।	১,৮৬,০০,০০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা দায়বদ্ধতা : জানা নেই	১৮,৬০,০০০ টাকা

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ২ মেসার্স জয়শ্রী বালাজী ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে মৌজা আকবর মালাহি, থানা সারাহি, সাব-রেজিস্ট্রি লালগঞ্জ, রেজিস্টারিং অফিসার হাজিপুর, সাব-ডিভিশন হাজিপুর, জেলা বৈশালী, বিহার-এ অবস্থিত ১৬১.১৬ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের খালি কারখানার জমি। ডিড নং ৪৩৭২ (২০১১), ৩০ (২০১২), ৪৬৩৭ (২০১১), ৪৭৫৫ (২০১১), ৭৯৬১ (২০১১), ৬৮২৫ (২০১১), ৬৭১৬ (২০১১)। মোট বন্ধক রাখা জমি ১৬১.১৬ ডেসিমেল, রেলওয়ের জন্য বিহার সরকারের জমি অধিগ্রহণ বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ৬ ডেসিমেল জমি বাদে। বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট জমি হলো ১৫৫.১৬ ডেসিমেল।	২,২৭,০০,০০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	২২,৭০,০০০ টাকা

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **০৯.০৯.২০২৬ তারিখে** ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’ এবং ‘‘যাই থাক না কেন’’ ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস ২৪এ, শেক্সপিয়র সরণি, ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’ ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত এবং এর ডিরেক্টর ও গ্যারান্টারগণ **(ক) শ্রী নওয়াল কিশোর বাঁকা,** পিতা- প্রয়াত বনোয়ারিলাল বাঁকা, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, **(খ) শ্রী নওয়াল কিশোর মোড়,** পিতা- মুরলী ধর মোড়, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, এবং কর্পোরেট গ্যারান্টারগণ **(গ) জয়শ্রী বালাজী ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা. লি.,** ২৪এ শেক্সপিয়র সরণি, ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’ ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, **(ঘ) মেসার্স সিদ্ধি বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.,** ২৪এ শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, **(ঙ) মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা. লি.,** ২৪এ শেক্সপিয়র সরণি, ‘‘পারিজাত অ্যাপার্টমেন্ট’’, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া **৭০,৮২,৬৮,৮৯৯.৩৭ টাকা (সত্তর কোটি বিরাশি লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশো নিরানব্বই টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা) যা ১৫.১২.২০১৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং ১৬.১২.২০১৪ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক চার্জ ইত্যাদি আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০১.০৯.২০২৬, সময় দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
মৌজা আকবর সালাহি এবং মৌজা-মাতিয়ারা, থানা সারাই, বৈশালী, রেলওয়ে গুমটির কাছে অবস্থিত **মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.**-এর নামে ১০৬৯.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের কারখানার জমি এবং বিল্ডিং। **ডিড নং** ৬৫০৫/২০১০, ৫৮৯২/২০১০, ৫৮৯৪/২০১০, ৫৮৮২/২০১০, ৫৮৮৩/২০১০, ৬২৭৪/২০১০, ৬০৮২/২০১০, ৬২৬৮/২০১০, ৬২৯২/২০১০, ৫৭৩০/২০১০, ৫৫৮০/২০১০, ৫৬৯৫/২০১০, ৬০১১/২০১০, ৫৮৯৩/২০১০, ৫৫৪৮/২০১০, ৭৯৩৩/২০১০, ১১৭/২০১১, ২৬৩/২০১১, ৬৯৩৪/২০১০, ৭৪৪৮/২০১০, ৮১৩/২০১১, ৯৫৩/২০১১, ১৪২৩/২০১১, ১৬২১/২০১১, ১১৭৯/২০১১, ১২৮১/২০১১, ১৫৬৫/২০১১, ৪০৯৩/২০১১, ৩০৬৫/২০১১, ৩২২০/২০১১, ৩২২১/২০১১, ১৯৬৮/২০১১, ৫৭৯৩/২০১১, ৪৮৯০/২০১১। মোট বন্ধক রাখা জমি ১১৮৯ ডেসিমেল, রেলওয়ের জন্য বিহার সরকারের জমি অধিগ্রহণ বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ১১৯.৫০ ডেসিমেল বাদে। বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট জমি হলো **১০৬৯.৫০ ডেসিমেল।**	১৫,৭৭,০০,০০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা দায়বদ্ধতা : জানা নেই	১,৫৭,৭০,০০০ টাকা

নিলামযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত শর্তাবলি ও ই-নিলামের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ‘সিকিউরড ক্রেডিটর’ (সুরক্ষিত ঋণদাতা) হিসেবে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি **https://baanknet.com** দেখুন।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নিট পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে, সুপ্রিমে দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট: সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা (নিট) পরীক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে। নিটে প্রশ্নফাঁসের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে বুধবার এমনই দাবি করল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত এই গোটা প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, তাও আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। শীর্ষ আদালতে তিনি জানিয়েছেন, নিটের প্রশ্নপত্র বহনকারী বাহনগুলিতে জিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় গাড়ির সামান্য গতিবিধিও রেকর্ড করা সম্ভব। এর পরই মেহতা দাবি করেন, নিটের বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত সুরক্ষিত। কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করা সহজ হবে না। আদালতে কেন্দ্র আরও দাবি করে, প্রশ্নব্যাঙ্ক তৈরিতে একাধিক মডারেটরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কোন প্রশ্ন শেষপর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে জায়গা পাবে, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকবে না মডারেটরদের কাছে। ফলে প্রশ্নফাঁস রুখতে নানা স্তরে গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রের দাবির প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ কমিটিও সমীক্ষা করেছে। নিটের ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করে সেই কমিটি। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। পরীক্ষাব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার প্রসঙ্গে কেন্দ্রের দাবির প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'ইউপিএসসিকে দেখুন। কোনও রকম সমস্যা ছাড়াই এই পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ইউপিএসসি যে ভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে, সেই ভাবেই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে (এনটিএ) আরও দক্ষ এবং আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে, যাঁরা পরিবর্তিত প্রযুক্তি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল।

এর পরই কেন্দ্রকে নতুন করে হলফনামা পেশ করতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। তিন সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানি।

আজ জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এই বৈঠকের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদার হবে, কৌশলগত আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উভয় মন্ত্রী সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও গভীর করা এবং 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' কাঠামোর আওতায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই বৈঠকটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ তৈরির সুযোগ করে দেবে। ভারতে নিজের প্রথম সফরে শিনজিরো কোইজুমি বুধবার মুম্বাইতে পশ্চিম নৌ-কমান্ড পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি নৌ-বাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন এবং পশ্চিম নৌ-কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাতসায়নের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ভূমিকা এবং কর্মক্ষমতা বা অপারেশনাল সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

ঝাড়খণ্ড

২২টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাতিল,২৩টির সিআইডি তদন্ত

রাঁচি, ১৯ অগস্ট: ছাত্রদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার গভীর রাতে জারি করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়বে মোট ৪৫টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও তার ফলাফলের ওপর।

মন্ত্রিসভা ২২টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ১১তম থেকে ১৩তম জেপিএসসি পরীক্ষা, শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক (সিডিপিও) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (জেএসএসসি) সিজিএল পরীক্ষাও রয়েছে। পাশাপাশি ৫টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলির তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিআইডিকে। এছাড়া আরও ১৭টি পরীক্ষার সিআইডি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে মোট ২৩টি পরীক্ষা সিআইডি তদন্তের আওতায় থাকবে।

এই বিষয়ে সরকার মোট আটটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর মধ্যে টিডিপিএল এজেন্সির মাধ্যমে আয়োজিত বিভিন্ন পরীক্ষা বাতিলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

যে পরীক্ষাগুলির প্রাথমিক প্রক্রিয়া টিডিপিএল ছাড়া অন্য কোনও এজেন্সির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল, সেগুলির ফলাফলও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জেএসএসসির আয়োজিত সিজিএল পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিজিএল পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত এসআইটির তদন্ত এবং জেপিএসসিতে কথিত অনিয়মে সিআইডি গঠনের পর সময় সরকারের সামনে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেপিএসসি ও জেএসএসসির পরীক্ষায় অনিয়ম সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর জন্য ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানানো হবে।দুই কমিশনেই অভ্যন্তরীণ নজরদারি সেল গঠন করা হবে। পাশাপাশি কমিশনগুলির সংস্কারের জন্য আইএএস আধিকারিক অমিতাভ কৌশলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইরানের সঙ্গে সব বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেন বন্ধ ইউএইর

কড়া বার্তা আমেরিকারও

আবুধাবি/ওয়াশিংটন, ১৯ অগস্ট: ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বড় পদক্ষেপ নিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)। বুধবার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান এবং আর্থিক লেনদেন বন্ধের ঘোষণা করেছে ইউএই। পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ইউএই বিদেশ মন্ত্রকের কৌশলগত যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা আফরা আল হামেলি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

'সাউদার্ন জোনাল কাউন্সিলে'র বৈঠকে সভাপতিত্বে অমিত শাহ

মহাবলীপুরম, ১৯ অগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমে 'সাউদার্ন জোনাল কাউন্সিলে'র বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। এই কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরলম, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হলো পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ।

দক্ষিণাঞ্চলীয় এই সদস্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর উপ-রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসকরা এবং প্রতিটি রাজ্যের দু'জন করে প্রবীণ মন্ত্রী এই বৈঠকে অংশ নেবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, জোনাল কাউন্সিল মুখ্য সচিবদের স্তরে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, রাজ্যগুলির প্রস্তাবিত বিষয়গুলি প্রথমে জোনাল কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির কাছে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় এবং সেখানে পর্যালোচনার পর অবশিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য জোনাল কাউন্সিলের মূল বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে দেশের জন্য 'টিম ভারতে'র ধারণা তুলে ধরেছেন এবং জোনাল কাউন্সিলগুলি এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ময়দান

কেপ ভার্দের বিরুদ্ধেও কি ম্যাচ খেলবে ভারত?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সুখবরের শেষ নেই। ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে যে আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় সিনিয়র ফুটবল দল। এবার সেই উত্তেজনার মাঝেই আরও একটি বড় খবর সামনে এসেছে। সূত্রের দাবি, ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নজর কেড়ে নেওয়া আফ্রিকার দেশ কেপ ভের্দের বিরুদ্ধেও একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে ভারত। জানা গিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে এই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ম্যাচের নির্দিষ্ট দিন ও ভেন্যু চূড়ান্ত হয়নি। ভারতীয় ফুটবল দলের ব্রাজিল ম্যাচের আগে অথবা পরে এই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে। ফলে একই সফরে ভারত দুটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঠে নামার সুযোগ পেতে পারে। ভারতীয় ফুটবল মহলের এক কর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, কেপ ভের্দের সঙ্গে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে দুই দেশের ফুটবল সংস্থার মধ্যে আলোচনা চলছে। এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও আলোচনার অগ্রগতি ইতিবাচক বলেই জানা গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই ম্যাচের দিনক্ষণ ও ভেন্যু ঘোষণা করা হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে ১৬৫ রানে বড় হার শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গলে প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কার যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে ১৬৫ রানের দাপুটে জয় তুলে নিল ভারত। ম্যাচের শেষ দিনে লাঞ্চের পর মাত্র কয়েক ওভারের মধ্যেই স্বাগতিকদের ইনিংস গুটিয়ে যায়। ভারতের জয়ের নায়ক হয়ে উঠলেন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কেন তাঁকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এতটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এই জয়ের ফলে দুই টেস্টের সিরিজে এগিয়ে গেল শুভমান গিলের দল। একই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়েও নিজেদের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখল ভারত। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ভারত বড় রান তুলেছিল। শুভমান গিলদের প্রথম ইনিংস থামে ৪৬২ রানে। জবাবে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ভারতীয় স্পিনারদের সামনে খুব বেশি প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। ২৮৪ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। ফলে প্রথম ইনিংসে ভারত ১৭৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়ে যায়। তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচ পুরোপুরি ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বৃষ্টির কারণে সেদিন আর মাঠে নামতে পারেনি দুই দল। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও বড় স্কোর করতে ব্যর্থ হয়। মাত্র ১৯৩ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন ঋষভ পন্থ।

২০ ডিসেম্বর রেড রোডে বসবে আন্তর্জাতিক আসর

নতুন দশকে কলকাতা ২৫কে ম্যারাথন, শুরু রেজিস্ট্রেশন

'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা' বিশেষ স্মারক হাতে অতিথিরা। ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুম ভুটিয়া, জ্যোতির্ময়ী শিকদারসহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

নতুন দশকে পা রাখল 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা'। এক দশকের পথ পেরিয়ে এবার ১১তম আসর। আগামী ২০ ডিসেম্বর, রবিবার ঐতিহাসিক রেড রোড থেকে শুরু হবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেবেল ২৫ কিলোমিটার দৌড়। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল, দুই ধরনের দৌড়ের রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশন শুরুর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং পর্যটন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, এই দৌড় বাংলার তরুণ প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। তাঁর মতে, আগামী দিনের চ্যাম্পিয়নরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই উঠে আসতে পারেন। শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, এই দৌড়ের মাধ্যমে কলকাতা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও উজ্জ্বল ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এক দশকে এই আয়োজন শুধু দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, কলকাতার ফিটনেস সংস্কৃতির অন্যতম বড় মঞ্চ হয়ে উঠেছে। মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সংহতি ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বার্তাও ছড়িয়েছে। এবার দৌড়বিদদের অনুপ্রেরণা জোগাবেন পদ্মশ্রী বাইচুং ভুটিয়া ও অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত। থাকছে 'মেডাল অফ স্টিল', বিশেষ রেস বিব, 'হোম রান স্কোয়াড' এবং 'রানার্স পাসপোর্ট'-এর মতো উদ্যোগ।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Administrator, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** **Tender Notice No 778, Dt. 18/08/2026** for Illumination and maintenance to street lights including all electrical items at different area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1038758_1 to 6,** Last Date of Bid Submission **27/08/2026 at 18.55 Hrs.**
Sd/- **Sougata Roy, Administrator.**
Kanchrapara Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Date Extension
Corrigendum for Time Extension for Annual Maintenance of Electrical installation of whole system at Maulana Abul kalam Azab Bhawan Replacement of Drives for 02 two nos. G plus 7, 08 eight Passenger OTIS make Lifts. Tender No: AE/BESD-I/e-NIQ-06/26-27_3rd Call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5017829_1

	EXISTING	Extended up-to
Bid submission Closing Date (Online)	17.08.2026 up to 12:00 Hrs.	01.09.2026 up to 12:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	19.09.2026 at 13:00 Hrs.	03.09.2026 at 13:00 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-I
ICA- T15783(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-NOTICE INVITING QUOTATION
No.21/Q of 2026-27. Date Corrigendum. Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors having requisite Electrical Supervisor's Certificate of Competency in all applicable Parts or equivalent National Supervisors' Certificate of Competency and experience in similar nature of work for SITC of one number 05 persons capacity (340 Kg load) passenger lift at Bangiya Sahitya Parishad, 243/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700006 .- Electrical Installation work. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5016483_1. Closing Date: 22.08.2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/-K.K.Mitra. Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T15777(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No. 13 of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5018159_1. Bid submission start date 20.08.2026. Bid submission end date 27.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T15718(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০৫/২৬-২৭ (ওপেন) তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/ পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করে থাকা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-১৬-২৬-২৭,কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-লোকো কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শপ নং. ২-তে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭২,৫০,১৭৪.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি *ঃ** ১,৪৫,০০০/- টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)ঃ** শূন্য। **পিও ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৯.২০২৬। *রেলওয়ে বোর্ড ভাইড লেটার নং ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ধরণের পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** এই সময়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা করা যাবে না। **০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয়** টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাক্সেসিবিলিটি উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই তারিখেই **দুপুর ২.৩০ মিনিটের** পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।
MISC-152/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. TENDER NOTICE
2026_WBPWD_5019060_1-6
Online e-Tender (eNIT 06 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different types of works. Bid submission closing (Online) 31.08.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T15747(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tenderis invited by the undersigned for the work "Triennial Maintenance of Electrical Installation of Moulali Yuba Kendra----Maintenance Contract of Room AC machines." Tender ID-2026_WBPWD_5018978_1, Tender No: WBPWD/EE/39/IR/T/KCED/II of 2026-27. Bid Submission end date 31.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T15724(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/21/IR/T/KCED/I of 2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5017357_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M. on 27.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in And e-Tender portal https://tenders.gov.in Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T15742(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to inclusive of Approved make: Crompton (CG) as directed by competent authority i.e. The Senior Superintending Engineer, Presidency Electrical Circle, PWDte., the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-60/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017756_1 is hereby extended up to 29/08/2026 upto 1:00 PM. Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T15771(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to inclusive of Approved make: Crompton (CG) as directed by competent authority i.e. The Senior Superintending Engineer, Presidency Electrical Circle, PWDte., the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIT-61/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017759_1 is hereby extended upto 29/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T15772(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of 2 Nos. Split type AC Machine in the Account Section Room No. 32 located at the 1st Floor of Intelligence Branch, Main Building, Lord Sinha Road." e-Tender No: WBPWD/AE/13/PR/T/KCESD/I of 2026-27 (3RD CALL) and Tender ID: 2026_WBPWD_5019035_1. Documents Submission end date 01.09.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T15717(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **(1)** Replacement and Installation of Batteries for 20 KVA UPS Systems for Critical Power Backup at Gynae OT, Gynae Building, CNMC and H, Kolkata. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-34/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5019053_1. Bid submission end date (online) for the job is 01/09/2026 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.
ICA- T15719(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 05/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Name of work: Triennial Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for Bharat Elevators Make 1 (One) No. 6-Passenger, G+3 Lift installed at the New Administrative Building, Assembly House, Kolkata, for a period of 36 (Thirty-Six) Months. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5019023_1, from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 28/08/26 till 04:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of WB.
ICA- T15720(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-58/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017648_1 is hereby extended up to 25/08/2026 upto 1:00 PM. Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T15725(1)/2026

BANSBERIA MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
The Executive Officer, Bansberia Municipality published E-Tender Notice for information to bonafide Contractors for below mentioned **WBMAD/ EXECUTIVE OFFICER/BNS/NIT-5/2026-27, Dated 19/08/2026.** For details log on to **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Bansberia Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-17/2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 25.08.2026 from 12.30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 01.09.2026 from 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5019045_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building
ICA- T15750(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of Split type AC Machine in the Conference Room at 2nd Floor and in the Room of the Hon'ble President of General Council of the Institute at 1st Floor of the Netaji Insititite for Asian Studies, 1, Woodburn Park, Kolkata-700020." e-Tender No: WBPWD/AE/16/PR/T/KCESD/I of 2026-27 (3RD call) and Tender ID: 2026_PWDE_5019069_1. Documents Submission end date 01.09.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T15751(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/10/IR/T/KCED/II of 2026-27(2nd call), (Tender ID: 2026_WBPWD_5017640_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M. on 27.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://wbtenders.gov.in Sd/- B.Mandal Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T15741(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ১৮৪_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসন-সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে এইএন/ট্র্যাকের অধীনে হাওড়াতে ১টি এবং এইএন/লিলুয়ার অধীনে নালিকুল এবং তারকেশ্বরে ইআই-২টি এবং শেওড়াফুলি, আরামবাগ ও গোঘাটে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (পিআই)-৩টি-এর ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,১৫,৫১,০০৫.৬০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮,৩১,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-288/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "International Professional Development Programme (PDP) for Officials from Bhutan, to be held at the West Bengal Judicial Academy, Rajarhat Newtown Kol-700160-----SITC of UPS allied electrical works." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-65/2026-27_2nd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5017606_1

Bid submission Closing Date (Online)	17.08.2026 up to 15:00 Hrs.	31.08.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	19.08.2026 upto 15:05 Hrs.	02.09.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division
ICA- T15722(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **(1)** SITC of Automatic Rescue Device and Door sensor for one no 15 Passenger cum Bed Lift (Make- Engineers Vertical Service) at G+3 storied Building at IPGAE & R at Shyamadas Vaidya Shastra Pith, Kolkata. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-35/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5019081_1. Bid submission end date (online) for the job is 01/09/2026 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in/ & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.
ICA- T15748(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Replacement of old VRF type Air Conditioning Machine by new Conceal Split and Cassette type Air Conditioning Machine with allied Electrical Works at Seminar Hall, Senior Special Secretary Chamber, Additional Secretary Chamber at Department of "Sundarban Affairs" Mayukh Bhawan (3rd floor), Salt Lake, Kolkata-91." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-183/2025-26_3rd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5016550_1

Bid submission Closing Date (Online)	17.08.2026 up to 15:00 Hrs.	31.08.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	19.08.2026 at 15:05 Hrs.	02.09.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division
ICA- T15721(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

প্রকৃত পরিবর্তন আসবে কি ছায়া রাষ্ট্রের মদতে আরশোলা বিপ্লবে !

শান্তনু রায়

কি কুক্ষণে না গত ১৫ই মে মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল 'ককরোচ' শব্দটি ।তার এমন অভিঘাত হবে কে জানত! ককরোচ অর্থাৎ আরশোলা পৃথিবীর এক প্রাচীনতম এক পতঙ্গ -ডাইনোসরের চেয়েও পুরোনো অতিদ্রুতগামী বুদ্ধিমানও।

গত ৩রা মে ২০২৬ এ ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজিঅনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন পত্র ফাঁসের অভিযোগে দেশজুড়ে ক্ষোভ চাড়া দিলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সী পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা করে ১২ ই মে এবং পুনরায় পরীক্ষার দিন ধার্য হয় ২১ শে জুন। সেই ধার্য দিনে পুনরায় পরীক্ষাও হয়ে যায় নির্বিঘ্নে। সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কিন্তু ফাঁস হয়নি। ইতিমধ্যে সেপরীক্ষার ফল ঘোষিত হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই কাউন্সেলিং শুরু হবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে কিছু নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে যা সত্যই বেদনাদায়ক।কিন্তু এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মত তা হল প্রথম আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে গত ১৪ই মে অর্থাৎ ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কোচিংসেন্টারগুলির দৌলতে লাখ লাখ টাকায় সংগ্রহ করে পরীক্ষায় বসা এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর অসদুপায় বানচাল করতে ৩রা মে'র পরীক্ষা ১২ই মে বাতিল ঘোষণার দু'দিন পর , লক্ষ্যনীয় পরীক্ষার দিন ৩তারিখ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কোন ঘটনা হয়নি ।

ইতিমধ্যে গত ১৫ই মে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত কোন একটি মামলার শুনানী কালে এক আইনজিবীকে নাকি কর্মহীন এবং অলসজীবন যাপনএ অভ্যস্ত পরনিন্দায় মুখর তরুণদের সম্বন্ধে মৌখিকভাবে মন্তব্য করে বলেছিলেন ককরোচ বলে পরদিনের কোন কোন সংবাদপত্রে খবর হয় ।যদিও পরে প্রধানবিচারপতি স্পষ্ট করেন যে সংবাদ মাধ্যমের একাংশ তাঁর মন্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে কারণ তাঁর সমালোচনা ছিল কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যারা জাল ও ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার করে আইন পেশা,মিডিয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরজীবীর মতো প্রবেশ করেছে। তিনি একই সঙ্গে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং যুব সমাজকে উন্নত ভারতের প্রধান স্তম্ভ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকাবাসী ও বোস্টনবিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ জনৈক অভিজিত দীপকে এক্স হ্যাণ্ডেলে পোস্ট করে লেখেন- সব তেলাপোকা যদি একজোট হয়, তবে কেমন হবে? এবং তিনি ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটা ওয়েবসাইটও তৈরি করে ফেলেন ।

কেন্দ্রের শাসক দলের নাম অনুকরণে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে নাম রাখা টেক স্যাভিদের দল ককরোচ জনতা পারটি বা সংক্ষেপে সিজেপিইন্টারনেটের দৌলতে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল জেন জি দের মধ্যে। এ কাজে ফেসবুক,হোয়াটসঅ্যাপ ও মতো সমাজমাধ্যমেরও বিশেষ ভুমিকা ছিল।

তবে ভারতের মাননীয় প্রধানবিচারপতি-উবাচ 'ককরোচ' শব্দটিকে অপব্যাখ্যা করে পরিকল্পিত উত্তেজনা সৃষ্টির অপ্রয়াসের সঙ্গে অনেকেই হয়তো মিল খুঁজে পাবেন পড়শি দেশে ২০২৪ এর জুলাইএ(অদ্ভুত সমাপতন) কোটা সিস্টেম নিয়ে বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার মন্তব্যের একটি শব্দের(রাজাকার)চতুর অপব্যাখ্যায় তরুণদের উত্তেজিত করতে একটি সরকার বিরোধী শ্লোগানই প্রস্তুত হয়েছিল।শেষ পর্যন্ত সেদেশে কি হয়েছিল এখনই বা কি অবস্থা তা সবারই জানা।

এরপর ১৯ শে মে অভিজিত শিকাগো থেকে আল জজিরাকে বলেন-ক্ষমতায় বসে থাকা লোকজন সাধারণ নাগরিকদের তেলাপোকা ও পরজীবী বলে মনে করছেন। তাঁদের জানা উচিত,পচা ও স্যাঁতসেঁতে জায়গাতেই আরশোলার জন্ম হয়। আজকের ভারতের অবস্থাও ঠিক তা-ই।সেজন্যই বোধ করি তিনি এদেশ ছেড়ে বোস্টন গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য।

যাহোক ওই কটাক্ষ করার সময় কিন্তু নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস বা এর ফলে ডাক্তারি পেশা অভিলাষী ওই পরীক্ষার্থীদের 'হেনস্তা' বা 'হতাশা' নিয়ে একটিও শব্দ শোনা যায়নি অভিজিত দীপকে বা তাঁর সঙ্গীসাথী সিজেপির উঠতি নেতাদের কাছ থেকে।এরপর৫ই জুন আমেরিকা থেকে দেশে এলেন অভিজিৎ দীপকে । ৬ই জুন যন্তর মন্তরে সিজেপি র সভায় দিল্লি পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা পাওয়া অভিজিত দীপকে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন-বক্তাদের মধ্যে ছিলেন একদা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও কাশ্মীরে এক সময়ে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্যের পুত্র সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকও। সে সমাবেশেকে সিজেপির পক্ষ থেকে ট্রেলার বলে উল্লেখ করা হয়।অন্যদিকে কাকতলীয় ভাবে প্রায় সে সময়ই ৪ঠা জুন বারকবেতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান বিচারপতির ভাষণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়।

যাহোক তারপর দেশে অল্পদিনের মধ্যেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এর বিরুদ্ধে অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দানা বাধতে লাগল। অনেকের অবশ্য অনুমান উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকাবাসী ৩০ বছর বয়সী এই অভিজিৎ দীপকে আসলে বিদেশি শক্তি দ্বারা প্ল্যান্টেড।

মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজীনগরের 'দলিত' পরিবারের অবসর প্রাপ্ত প্রকৌশলী ভগবান দীপকের দুই সন্তানের অন্যতম অভিজিৎ পুণে থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রী অর্জনের পর উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেখানকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনসংযোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে এদেশে তিনি ২০২০-২০২৩ সাল পর্যন্ত আম আদম পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া টিমে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিলেন। ২০২০ সালে দিল্লি বিধান সভার নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের উদ্দেশ্যে আপের পক্ষে মিমভিত্তিক ডিজিটাল প্রচারণায় তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সে নির্বাচনে আপ জয়ী হয়।

অনেকের মনেঅবশ্য সন্দেহ ,সোশ্যাল মাধ্যমের দৌলতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এ সি জে পি বা ককরোচ জনতা পার্টির এত সক্রিয়তা এবং তাদের বিক্ষোভ আন্দোলনে দেশজুড়ে ছড়িয়ে যাওয়া বা দেওয়ার পেছনে আছে আমেরিকান ডিপ স্টেটের ভূমিকা-চিনেরও হাত।

সাধারণভাবে নির্বাচনে জনাদেশ বা জনসমর্থনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা হলেও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে দৃশ্যমান ক্ষমতার সমান্তরালে এক অদৃশ্য শক্তির সক্রিয়তা এবং সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে শক্তিকে বলা হচ্ছে ডিপ স্টেট বা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র। ডিপ স্টেটকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছায়া রাষ্ট্র বা গোপন রাষ্ট্র বলা যায়।এই ডিপ স্টেট একটি সুসংগঠিত নেট ওয়ার্ক যা সাধারণত সরাসরি ক্ষমতা দখল না করে পর্দার আড়াল থেকে কাজ করে নিজের দেশে যেমন তেমনই অন্য দেশেও । অন্যদেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং নিজেদের স্বার্থে তাদের গোপন নির্দেশ অনুযায়ী সেই সরকারকে চলতে বাধ্য করে এবং অবাধ্য হলে প্রয়োজনে সে সরকারকে ফেলে দিতেও চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে -এমনকি কখনো কখনো ভেকধরে 'প্রগতিশীল' আন্দোলন সংগঠন করে। এ কাজে তারা ব্যবহার করে বিভিন্ন এন জি ও এবং ব্যবসায়ী সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে অর্থ ও প্রলোভনের মাধ্যমে।পৃথিবীর বিখ্যাত ধনকুবেরদের অঙ্গুলিহেলনে এখানে অনেক পরিকল্পনা হয় একমেরু বিশ্বস্থাপনের সুদুর লক্ষ্যে।সংবাদে প্রকাশ কিভাবে কোন একটি দেশে সংকট তৈরি করা যায় কিংবা কতভাবে তথাকথিত অহিংস আন্দোলন করা যায় তা নিয়েগবেষণাপত্র আছে ওই বোস্টনে অবস্থিত সুপরিচিত অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটে।

প্রসঙ্গত একটি তথ্য থেকে আরওজানা যাচ্ছে যেখানে সারা ভারতে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১৫ লক্ষের মত স্কুল আছে সেখানে রেজিস্টার্ড এন জিও র সংখ্যা প্রায় ৩৩লক্ষ। এবং ২০২৪-২৫ বর্ষে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান মোট প্রায় ২৩০০০ কোটি টাকা।

এ প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠছে গত ২৫ শে মার্চ সংসদে পেশ হওয়াবিদেশ থেকে বিভিন্ন এন জি ও দের কাছে আসা অনুদান সংক্রান্ত বিদেশী তহবিল(নিয়ন্ত্রণ) আইনেরযে সংশোধনী বিলটি সংসদের বিবেচনাধীন আছে তা স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকেরই রাতের ঘুম ছুটে গেছে। ওই সংশোধনীতে আপন স্বার্থে আঘাতলাগার সম্ভাবনায়গাত্রদাহে এরা সরকারকে চাপে রাখতেই কি নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে মদত দিচ্ছে। কারণ এই সংশোধনীটি সংসদে পাশ হয়ে আইন এ পরিণত হয়ে গেলে এদেশের কোন এন জিও আর বিলে প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে বিদেশ থেকে সাহায্য হয়ত নিতে পারবে না।

প্রসঙ্গত আমেরিকার ডিপ স্টেটের বহির্দেশেও কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে। যেমন মিশরে সামরিক বাহিনীই ডিপ স্টেটের ভূমিকায় রাজনীতির উপর নিয়ন্ত্রন বজায় রাখে। পাকিস্তানেও সামরিক বাহিনীই বকলমে দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে আসছে প্রথম থেকেই। ইদানীং জেন জির আন্দোলনের নামে অস্থিরতা তৈরির নেপথ্যেও আমেরিকান ডিপ স্টেটের ভূমিকা আছে বলে অনেকেরই অনুমান। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ পড়শি বাংলা দেশের ঘটনা প্রবাহ।অনেকের হয়ত স্মরণে আছে সেন্ট মারটিন্স দ্বীপ দিতে হাসিনা অস্বীকৃত হওয়ায় বাইডেনের আমেরিকা কুপিত হয়ে হাসিনা বিদায়ে কিভাবে মদত দিয়েছিল এই ডিপ স্টেটের কৌশলে। কোটা সংস্কারের নামে জাতীয় পতাকা হাতে ও দেশাত্মবোধক গান গাওয়া ছাত্রদের আন্দোলনকে সামনে রেখে দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তা আজ কারো অজানা নয় । ৫ই আগস্টে ঘটনা আকস্মিকভাবে অন্যদিকে মোড় নেওয়ার পর ক্রমে উন্মোচিত হল এক চরম মৌলবাদী শক্তি মেটিকুলাস ডিজাইনে নেপথ্যে থাকা ডিপ স্টেটের পরিকল্পনা মত ক্ষমতায় আসীন হতে চলেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন অসন্তোষকে পুঁজি করে এই ডিপ স্টেট সেই দেশে হস্তক্ষেপের সুযোগ খোঁজে-কখনও অসন্তোষ ছড়িয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে উত্তেজিত করতে। মার্কিন বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা প্রণোদিত জনরোষ ও তথাকথিত 'প্রগতিশীল' আন্দোলন আসলে মুখোশ ।এই মুখোশের অন্তরালে থাকে মৌলবাদী আধিপত্যবাদের আসল রূপ। লক্ষ্যপূরণের জন্য এরা জেন জি দের আকর্ষণ করতে বেছে নেয় কিছু ডিগ্রিধারী বা পড়ুয়া অর্থ ও আপাত প্রতিষ্ঠার প্রলোভন দেখিয়ে । আর দু'/একজন আপাত অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যার বা যাদের সমাজ পরিসরে একটা আলগা পরিচ্ছন্ন 'প্রগতিশীল' সমাজকর্মীর এমনকি অতি বামপন্থী ভাবমূর্তিও থাকতে পারে ।সাধারণের পক্ষে এদের আসল চেহারা বোঝা সত্যই সহজ সাধ্য নয়।

এদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও কর্মসংস্থানের সুযোগক্রমঅনিশ্চিতিতে এবং রাজ্যস্তরেও প্রশ্ন ফাঁস, চাকরিদুর্নীতিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির ক্রমআগ্রাসনের প্রেক্ষিতে জেন জি বা সাধারণভাবে দেশের মানুষের একটা বড় অংশের মনেও ক্ষোভও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।জাগছে নিয়ামক সরকারি সংস্থা এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও অবিশ্বাস। আশংকা এই হতাশাকে মূলধন করে প্রলোভনের রঙ্গীন ফানুষে তাদের বিভ্রান্ত ও মগজধোলাই করতে মুখিয়ে থাকা দেশবিরোধী শ্বাপদদের খপ্পরে জেন জি' দের পড়ার সমূহ সম্ভাবনা প্রবল।

আশংকা যে একেবারে অমূলক নয় বছর দুই আগে পড়শি দেশের ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করে তার সাথে এবারের ঘটনাবলীর তুলনা করলে এবং পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনায় নজর করলে হয়ত খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ পার্টির উদ্যোগে ও সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশে দীর্ঘদিন অনশন চালিয়ে যাওয়া (দেহে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ায় ২৩ শে জুলাই পুলিশ জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করানোর আগে পর্যন্ত) বিতর্কিত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক ও তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলীর সঙ্গে বিদেশী অনেক সংস্থার যোগাযোগ আছে বলে ।জানা গেছে আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও সিজেপির মুখপাত্র, উমর খালিদের বন্ধু সৌরভ দাসে ২০২৫ এর জুনে ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেশন ফোরামের উদ্যোগে নরওয়েতে দু'দিনের এক সম্মেলনে যোগ দেন যেখানে আলোচনার বিষয় ছিল 'দি ইয়ার অফ রেজিস্টেন্স' কনগ্র্যাচুলেশনস, ইণ্ডিয়ান জেন জি, ইউ বিকেম 'বকরা'।

প্রসঙ্গত যন্তর মন্তরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেগুলির সত্যাসত্য অবশ্য নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ দুরূহ ।তবে একটা ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে অবস্থানকারীদের জন্য খাবার আসছে পাকিস্থান কাতার বাংলাদেশ জার্মানি থেকে সুইগি ও জোমাটোর মাধ্যমে সরবরাহে। তবে ওই জমায়েতে সামিল জেন জি দের কতজন আসলে নিট পরীক্ষার্থী তার কোন তথ্য জানা নেই। একটা ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে আসা তরুণী 'নিট'পরীক্ষার পুরো নাম বলতে পারলেন না। তিনি সি বি এস সি পাশ অথচ সি বি এস সি পরীক্ষার পুরো নাম বলতে পারেননি।এরা কেউ নিট পরীক্ষার্থী নন। আবার ছবিতে দেখা যাচ্ছে তলোয়ার হাতে পথে বিক্ষোভে নামা 'ছাত্রদের'।এরা কারা? উল্লেখ্য সম্প্রতি বর্ধমান থেকে রাজ্য পুলিশের এস টি এফ এর হাতে ধৃত জঙ্গি হামিম মণ্ডলের যন্তর মন্তরে ককরোচ পার্টি আয়জিত বিক্ষোভে পুলিশের পোষাকে নাশকতার ছক ছিল বলেও অভিযোগ। আরও অদ্ভুত, চার্চের ফাদারদেরও দেখা যাচ্ছে এই ইস্যুতে যন্তর মন্তরএ রাস্তা অবরোধ করতে।কোন স্বার্থে? দীর্ঘদিন ধরে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সমাজ পরিসরে ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত অনুদানের জোরে স্থানীয় চার্চগুলির আধিপত্য বিস্তারের আগ্রাসী প্রয়াস এবং সাম্প্রতিকে মনিপুরে দীর্ঘদিন চলা দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা ছাড়াও এতদঞ্চলে এক চোরা বিচ্ছিন্নতার স্রোত খেয়াল করলে এর ব্যাখ্যা হয়ত মেলে।

একটি ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়া থেকে তুলসি দাস নামে একজন এসেছেন দিল্লিতে প্রতিবাদ করতে কারণ এখানে নাকি ছাত্রদের খুন করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ভারতে নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মোদীশাহীর বিরুদ্ধেবিক্ষোভ মশাল মিছিল বেরিয়েছে বাংলাদেশেও ।মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।বিভিন্ন ইউটিউবার ও ডিজিটাল নিউজ চ্যানেল কে প্রচুর টাকা দিয়ে প্রলোভন দেখানো হয়েছে ককরোচ পার্টির পক্ষে এবং মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নাগাড়ে প্রচার করতে।কোলকাতারও এরকমইএক ডিজিটাল নিউজ পোর্টালের কাছে আসা ইমেল এর স্ক্রিন শটেও দেখা গেছে যেমোবাইলে মোটা অঙ্কের লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ককরোচ পার্টির সমর্থনে এবং ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যেতে ।দিল্লির যন্তরমন্তরে ঘটনা চলাকালীন আরও একটি ঘটনা যা কাকতালীয় না ষড়যন্ত্রমূলক এখনই স্পষ্ট নয়,কিন্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক সে ঘটনা অনেকের নজর কেড়েছে । ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন 'জেন জি'দের উদ্দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এ অপরাধ রুখতে কঠোর আইন প্রণয়নের বার্তা দিয়ে গত ২৩ শে জুলাই রাতেফেসবুক পোস্ট করা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভিডিও বার্তাটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেটা সরিয়ে দেয় এবং জানানো হয় আইনি অনুরোধের কারণেই ওই পোস্টটি ভারতে দেখতে পাওয়া যাবেনা। সরকারের পক্ষ থেকে মেটা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানালে পোস্টটি ফিরিয়ে আনলেও ঘটনাটি কি বিশেষ ইঙ্গিতবাহী নয়?

আন্দোলনকারীদের দাবিমত প্রশ্নফাঁসের দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ২৫শে জুলাই ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ(যদিও একজন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে কোচিং সেন্টার নির্ভর যে শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলছে তার কি হেরফের হবে বোধগম্য নয়) এবং অন্যদিকে সোনম ওয়াংচুকও অনশন ভঙ্গ করায়(যদিও সিজেপি'র একাংশ অখুশি) উত্তেজনার পারদ আপাতত থিতিয়ে অবস্থা কিঞ্চিৎ শান্ত । কিন্তু হয়ত ঘটনার এখানেই সমাপ্তি ঘটবে না যদি এর পেছনে কোন বৃহত্তর পরিকল্পনা থেকে থাকে।কিন্তু প্রায় একই সময়ের এ দুটি ঘটনায় ঘোলাজলে মৎস্য আহরনে 'আরশোলা'র পাখায় ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়া রাজনৈতিক দলগুলির চনমনে ভাব (এমনকি সদ্য রাজ্যপাট হারানো এক মুখ্যমন্ত্রীও) ও পালের হাওয়া মাঠে মারা গেলেও রাজীবপুত্র এখন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন দল ও নিজেকে প্রাসঙ্গিক ও প্রচারে রাখতে ,পারিবারিক পরম্পরার বাড়তি সুযোগ নিয়ে , আর সঙ্গে তো আছে অনুগত প্রচারমাধ্যম ।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে সিজেপি'র উল্লাসের সাথে একটি বাংলা দৈনিক সহ নেহরুঘরানায় আপ্লুত কোন কোন সংবাদপত্রেরও নতুন 'যুবশক্তি'র আবির্ভাবে ২০১৪এ ক্ষমতাচ্যুত দলের ক্ষমতায় ফেরার পথ সুগম হওয়ার আশায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অত্যুৎসাহ নজর এড়ায় না ।

সতত নেহরু বন্দনায় নিয়োজিত যে বাংলা দৈনিক রাজ্যের আগের দুই জামানায় কখনো শাসকদলের বিরাগভাজনহতে চায়নি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং একটা সময় থেকে বরাবর স্থিতাবস্থার সমর্থক, ২০১৪ নির্বাচনে দেশের শাসক বদল হওয়ায় উষ্মায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারবুদ্ধিকে কটাক্ষ করতেও পিছপা হয়নিঅহমিকায় - যেখানে ভিন্নস্বরকে স্থান দেওয়া হয়না সে রকম একটি বড় হাউসের হঠাৎ এতো জেন জি আন্দোলন-দরদী হয়ে এ রাজ্যের জনসাধারণকেও বস্তুত পথে নামার আকুলি বিকুলি আহ্বান নজরে আসায় অনেক মনেই প্রশ্ন জেগেছে 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়'!তবে কি এই জেন জি দের পেছনে যে বৃহৎ শক্তি আছে বলে পারিপার্শ্বিকতায় অনুমান,তাদের প্রণোদনাই বানিজ্য-মনস্ক এই বড় হাউসেরও অতি সক্রিয়তার চাবিকাঠি? এরাজ্যেরও তরুণপ্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে দীর্ঘদিন ক্ষমতাচ্যুত একটি শক্তির পক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্রনির্মাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে আগাম কর্মসূচী নয় তো!সবাই কোথাও একই বিনিসুতোয় পরস্পর সংযুক্ত!

তবে উল্লেখ্য মানুষের চেয়ে একশ গুন বেশিআয়ুসম্পন্ন আরশোলা বেঁচে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সত্ত্বেও অন্ধকারে থাকতেই পছন্দ করে-আলো জ্বললেই দ্রুত পলায়নপর হয়।

ট্রাম্প জমানার কর্পোরেট পুজিবাদের দুর্গ-ফেরত জনৈক কখনো বি আর আম্বেদকরের ছবি কখনো পণ্ডিতজীর প্রপৌত্রের অনুকরণে লাল সংবিধান হাতে নিয়ে জমায়েতে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে চোখাচোখা ভাষায় ভাষণদিলেই সে রাজনৈতিক জমায়েতের প্রকৃত লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ কি হবে তা চুড়ান্তভাবে বলে দেওয়ার সময় এখনও আসেনি।

অতএবডিপ স্টেটের দেশি বিদেশি মুখপাত্ররা ঢক্কানিনাদে যাই প্রচার করুকনা কেন ,'জাতীয়তাবাদের দাওয়াই গেলানো' এক সরকারকে যুঝতে ও হটিয়ে বিপ্লব আনার নতুন তরুণ শক্তি এসে গেছে ভেবে 'বসন্ত এসে গেছে' মার্কা আবেগে উদ্বাহু নৃত্য করার আগে একবার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তলিয়ে ভাবার একান্ত প্রয়োজন- স্বনামধন্য চিত্রপরিচালকের অনুসারে বলা যায়-'ভাবা প্র্যাকটিস করা' বড় প্রয়োজন এ 'ঘুলঘুলাইয়া'র প্রেক্ষিতে ।